বর্ত্তমান নাট্য-মঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট এবং বিপ্রদাসের বিজয়ী পরিচালক

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

—করকমলেষু।

ভাই বিশুদা,

ছায়া-ছবির প্রয়োজনে আজ যখন আমাকে বাধ্য হ'য়েই নাট্যমঞ্চ থেকে দূরে সরে যেতে হচ্ছে—যখন ইচ্ছে থাকলেও আমি নাট্য-ভারতীর সেবা করতে পারছিনে, সেই সময় আকস্মিক-আত্মীয়তার অন্তরঙ্গতায় আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে, আমাকে দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে 'বিপ্রদাস' এবং তার চেয়েও কম সময়ের মধ্যে 'তাইতো!' লিখিয়ে নিয়েছ! তোমার ওপর রেগে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে লিখেছি, কাজেই এর ভালো-মন্দের দায়ীত্ব আমার নয়-তোমার। অতএব এ বইও তোমার।

সখ্য-গর্ব্বিত

বিধায়ক

তাইতো !

* নাটকের রূপ শিল্পীগণ *

জীবনময়	..	শৈলেন চৌধুরী
দীননাথ	.	রঞ্জিত রায়
সমর	..	মিহির ভট্টাচার্য্য
সুহাস	...	কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)
সুরেশ	..	বিপিন মুখোপাধ্যায়
ভবশঙ্কর	..	প্রবোধ দত্ত
মাতাল	...	আদিত্য ঘোষ
চতুর্থ পক্ষীয় বৃদ্ধ	...	দুর্গা সান্যাল
তরুণ	..	গণেশ শর্ম্মা
শিষ দেওয়া তরুণ		ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য
পল্লব	...	মাষ্টার তপন কুমার (মিত্র)
বিরূপাক্ষ	..	বিশ্বনাথ ভাদুড়ী

সিনেমার দর্শকগণ— বিমল, মনোরঞ্জন, কার্ত্তিক, দুর্গা, পুরু, গণেশ ও মাধব। গাঁট কাটাদ্বয়—মণি ও সত্যেন। বরের বন্ধুগণ—অবনী, নকুল, কার্ত্তিক, বীরেন। দুমদম সিং—নকুল দত্ত, চানাচুরওয়ালা—ননীগোপাল, ঘুগনীওয়ালা—জীবন ইত্যাদি।

মল্লিকা	...	শ্রীমতী মলিনা
বল্লিকা	...	শ্রীমতী রেবা দেবী
মালবিকা	...	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (ছোট)
মিসেস্ ঢোল	..	শ্রীমতী নিভাননী
চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী	..	শ্রীমতী নমিতা
নিস্তারিণী	..	শ্রীমতী আশা
বকুলিকা	...	শ্রীমতী তারকবালা
মুখরা নারী	.	শ্রীমতী সরলা (বেঁকী)
বসুন্ধরা	...	শ্রীমতী মণিকা
মাতালের স্ত্রী	...	শ্রীমতী লাবণ্য

শ্রীরঙ্গম কর্ত্তৃক অভিনীত

প্রথম অভিনয় ৩রা ফেব্রুয়ারী '৪৪

তাইতো !

—নাটকের চরিত্রাবলী—

জীবনময়	কিঞ্চিৎ-কৃপণ ধনী
দীননাথ	বাজার সরকার এবং ভৃত্য
সমর ...	হঠাৎ বড়লোক
সমীর ..	একটি যুবক
সুহাস	সমরের বন্ধু
পল্লব .. .	জীবনের ছোট ছেলে
সুরেশ ..	সমরের ম্যানেজার
ভবশঙ্কর ...	পটির দাত্ত
বিরূপাক্ষ বটব্যাল .	নিখিল-ভারত-ধনভার-লাঘব-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

মাতাল, চতুর্থপক্ষীয় বৃদ্ধ, শম্ভু, ভুযমণ সিং, সিনেমার দর্শকগণ, গাঁটকাটা-দ্বয়, বরের বন্ধুগণ, শীষ দেওয়া তরুণ, চানাচুর ও ঘুগনীওয়ালা।

মল্লিকা	জীবনময়ের বড় মেয়ে
বল্লিকা .	ছোট মেয়ে
মালবিকা	আধুনিকা
* মিসেস ঢোল	আধুনিকা, তবে প্রাচীনা
* নিস্তারিণী	ভবশঙ্করের নিস্তার কর্ত্রী
* বকুলিকা ...	নিস্তারের নাতনী
মুখরা নারী	বিরূপাক্ষের বিচিত্র টার্গেট
বসুন্ধরা ...	বসুন্ধরার মতোই মূক
* মাতালের স্ত্রী ...	মাতালের স্ত্রী।

(প্রয়োজন হ'লে পাশে ফুটকী দেওয়া চরিত্রগুলি ও তাদের ঘটনা, এমন কি মুখরানারী ও বিরূপাক্ষের শেষ দৃশ্যের ব্যাপারটাও এ্যামেচার ক্লাব অনায়াসে বাদ দিতে পারেন)

তাইতো !

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাত্রি নয়টা। কাছাকাছি একটি সিনেমায় শো শেষ হইল। লোকজন রিক্সা ইত্যাদি চলিয়া গেল। তিনজন তরুণ প্রবেশ করিল। একজন চানাচুরওয়ালা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল :—চানাচুর মোটর ভাজা চাল ছোলা চাল ভাজা।

১ম তরুণ। আজ জীবন সার্থক হ'ল।

২য় তরুণ। হ'ল ব'লে হ'ল, একেবারে ষোল আনা হ'ল।

৩য়। তুই তো আসতেই চাইছিলি না!

২য় তরুণ। অন্যায় করেছি, অধর্ম্ম করেছি, মহাপাপ করেছি। এই ছবি যে দেখতে আসবো না বলবে—তার জিভ খসে যাবে।

১ম। কিন্তু উদয়তারা কী রকম পার্টখানা করলে বল্?

২য়। উদয়তারা? আজ একটা প্রতিজ্ঞা করছি শুনে রাখ বিনু!

১ম। কী বল্!

২য়। আজ থেকে উদয়তারা আমার ধ্যান-জ্ঞান, আমার

দিনের কাজে আর রাতের ঘুমে শুধু অহরহ এই কথাটা জেগে থাকবে উদয়তারা! উদয়তারা!! উদয়তারা!!!

৩য়। আর আমিও বলছি তুই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবি। দেবীর চোখ তোর ওপর একদিন পড়বেই।

১ম। আহা! স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলনের দৃশ্যে স্রেফ্ কী রকম একখানা পেছন ফিরে চলে গেল—দেখলি?

২য়। বলিসনি, পাগল হ'য়ে যাবো।

[চলিয়া গেল]

[আরও দুজন যুবক কথা কহিতে কহিতে ঢুকিল]

১ম। বোম্বার্ড ক'রে দিয়েছে।

২য়। কে?

১ম। উদয়তারা। জাপানী বোমার চেয়েও চোট্ লাগে বেশী।

২য়। একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? খুব জোর মন্দ নয় বলা যেতে পারে।

১ম। এ কথা আমার কাছে বলাল বললি, আর কাউকে বলিসনি—মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে।

২য়। আরে যা যা! মারনেওয়ালা সবাই। তোরাই না হয় আজ উদয়তারাকে দেখে লাফাতে সুরু করেছিস, কিন্তু আমি ওকে এতটুকু বেলা থেকে দেখছি।

১ম। বলিস্ কীরে!

২য়। ঠিকই বলছি। কত কাণ্ড হ'ল ওকে নিয়ে! শাশুড়ী

নির্য্যাতন করতো বলে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তারপরেও সে আর এক মহাভারত ।

১ম । মাইরি ?

২য় । তারপরে পড়লো এক ডিরেক্টারের হাতে, সেই ওকে মানুষ ক'রে দিলে । সেদিন কোথায যেন দেখা হ'ল—

১ম । উদয়তারার সঙ্গে ! মাইরি !! সত্যি কথা বলছিস তো ? একেবারে চোখোচোখী দেখা হ'ল ?

২য় । আবার কি ! হাজরার মোড়ে ! গাড়ী থেকে নেমে এসে প্রণাম ক'রে সব জিগ্যেস-টিগ্যেস করলে ! ঠিকানা দিয়ে যেতে ও বললে একদিন । হাজার হোক গাঁয়ের মেয়ে তো !

১ম । তোকে প্রণাম করলে । এঁ্যা !! উদয়তারা তোকে-- দু'চোখে হাত দিয়ে বল্ !

২য় । দু'চোখে হাত দিয়েই বলছি । প্রণাম করলে !

১ম । ওঃ । উদয়তারা তোকে --থাক্‌গে কী আর বলবো, তুই মহাপুরুষ । আয়, আমি তোকে একটা প্রণাম করি ।

প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল]

দুইপাশে দুইজন গাঁটকাটা প্রবেশ করিল]

১ম । আট আনা বাবু, আট আনা--আট আনা !

২য় । ফোর কেলাস · ফোর কেলাস—

১ম । উদয়তারা কা খেল বঢ়িয়া ছবি ! আট আনা বাবু আট আনা চল উদিকে ! আট আনা—আট আনা !

[প্রস্থান]

[একজন ফিরিওলা ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল]

চাই আলুর দম পাঁপর ভাজা ঘুগ্‌নি—

[চলিতে চলিতে একজন মাতাল ও তাহার স্ত্রী প্রবেশ করিল। ভদ্রমহিলা স্বামীকে লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন]

স্ত্রী। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, একটু ঠিক হ'য়ে চলো।

স্বামী। ঠিক আছে।

স্ত্রী। না ঠিক নেই। তুমি একটু চোখ চেয়ে পথ চলো। ছি-ছি-ছি--চারদিকে লোকজন

স্বামী। এটা পাবলিক রাস্তা--লোকজনের কী ধার ধারি? ঠিক আছে।

স্ত্রী। কী কেলেঙ্কারী তেই পড়লুম মা! কেন মরতে বাইসকোপ দেখতে এসেছিলুম রে!

স্বামী। মরবে কেন? মরো না। মরার কথা আর শুনতে ভাল লাগে না ভাই! সিনেমায় গেলুম—সেখানেও মরলো।--পথে বেরুলাম- এখানেও মরছে, ঘরে যাব—সেখানেও মরবে! মরুক— শালা সব মরুক আমি একাই বেঁচে থাকবো। ঠিক আছে।

স্ত্রী। কী বিপদ ত্থাথ দি নি! ওগো!—শুনছো! ওগো!

স্বামী। অ্যাঁঃ!

স্ত্রী। বলি তোমা কে যে আমি ভালমানুষ বাইস্কোপে নিয়ে গেম, এই দু'ঘণ্টার মধ্যে ত্থাথ্ ত্থাথ করতে করতে তুমি এমন মাতাল হ যে গেলে কী করে?

স্বামী। মাতাল হবার ভাবনা কী? পাতাল প্রবেশের বন্ধুরা সব কাছাকাছিই থাকে। ঠিক আছে।

স্ত্রী। একটু দাঁড়াও! একটা না হয় রিক্সকাক্ট ডাকি!

স্বামী। কেন, তুমি মনে করছো আমি হাঁটতে পারছি না? মোটেই না! See ' one—two—thrr-r-r-r-e-e-ee.

[উনিশ একদিকে সরিয়া গেল]

[সমীরের প্রবেশ]

সমীর। কী হয়েছে?

স্ত্রী। কিছু না! উনি একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন কিনা, তাই—

সমীর। বুঝতে পেরেছি। কোথায় যাবেন বলুন—আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।

স্ত্রী। যাবো বাগবাজারে। আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না। যদি দয়া ক'রে—

সমীর। বলুন।

স্ত্রী। যদি দয়া ক'রে একখানা রিক্সা ডেকে দ্যান। পথ চিনে আমি নিজেই ওকে নিয়ে যেতে পারবো!

সমীর। বেশ, তাই দিচ্ছি। আসুন!

[স্বামীকে ধরিল]

চলুন!

স্বামী। আঁ! ঠিক আছে!

সমীর। মোটেই ঠিক নেই, সবই বেঠিক। চলুন!

স্বামী। কোথায়?

সমীর। বাড়ী!

স্বামী। দরকার নেই, ঠিক আছে।

সমীর। (ধমক দিয়া) আবার বলে ঠিক আছে! চলুন বলছি!

স্বামী। কে বাবা! (একবার দেখিয়া) বুঝেছি। নর রূপে এলে নারায়ণ!

সমীর। আবার কথা বলে! চলুন!

স্বামী। চলো, কোথা লয়ে যাবে মোরে!

[তিনজনে বাহির হইয়া গেল।

রাত্রি বারোটা বাজিতেছে শোনা গেল। সম্মুখের বাড়ীর গায়ে একটী গ্যাসপোষ্টের অবগুণ্ঠিত আলোয় রাজপথ জনহীন। কাছেই বোধ হয় একটি সিনেমা হাউস আছে, তাহারই শেষ প্রদর্শনীর শেষ ঘণ্টা পড়িতেছে তাহারই শব্দ—একটু দূরে মানুষেরও পদশব্দ শোনা গেল.

[দুজন যুবক প্রবেশ করিয়া কথা কহিতে কহিতে বাহির হইয়া গেল।

১ম যুবক। তুই বল্‌তে চাস্, ছবিটা ভাল হয়েছে?

২য় যুবক। নিশ্চয়!

১ম যুবক। তুই একটা ফুল্!

২য় যুবক। সে কথা তো বল্‌বিই! তোর হিরোইন্ যে এ ছবিতে নেই!

১ম যুবক। যা যা বাবা! বাজে বকিস্‌নি! ভারিতো বোঝ্‌দার! তুই করিস কাটা কাপড়ের ব্যবসা। আর্টের তুই কি বুঝিস্?

২য় যুবক। তোর চাইতে বেশী বুঝি।

১ম যুবক। তা তো দেখতেই পাচ্ছি—নইলে কি আর—

২য় যুবক। চল্ চল্, বাজে বকিস্‌নি, রাত হয়ে গেছে!

[দুজনে চলিয়া যাইতেই আর একটি যুবক প্রবেশ করিয়া মধ্যপথে সিগারেট ধরাইবার জন্য দাঁড়াইসে, তাহার পিছনে যে তরুণীটি আসিতেছিল সে সিগারেট দাহন-রত যুবকটিকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। যুবকটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিল, আর একটি যুবক প্রবেশ করিয়া এক লাইন—"ও কেন গেল চলে—কথাটি নাহি বোলে—"

গাছিয়াই চম্পট দিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তরুণীটি ফিরিয়া আসিল এবং সটান সিগারেট-পায়ী যুবকটির কাছে গিয়া ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটি চড় বসাইয়া দিল। যুবকটি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল।

সমীর। আমায় মারলেন !

বল্লিকা। হ্যাঁ, মারলাম। প্রয়োজন হ'লে আবার মারবো।

সমীর। প্রয়োজন হলেই আপনি মারেন ?

বল্লিকা। হ্যাঁ।

সমীর। তা আমার বেলায় কি প্রয়োজন হয়েছিল ?

বল্লিকা। নিশ্চয় হয়েছিল। আপনি নিজেই তো সেটা বুঝতে পারছেন।

[প্রস্থানোদ্যত।

সমীর। আপনি চলে যাচ্ছেন যে ! শুনুন্ !

[তরুণী ফিরিল।

বল্লিকা। বলুন ! কি বল্‌তে চান ?

[সমর নামে আর একটি যুবক আসিয়া দাঁড়াইল।

সমীর। না, বলতে আমি বিশেষ কিছুই চাই না। শুধু মারটা খেলাম কেন, সেই কথাটাই জানতে চাই।

বল্লিকা। একাকিনী কোন মহিলা রাস্তা দিয়ে গেলে, তাঁর সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয়, সেটা আপনার শেখা উচিত।

সমীর। তা না হয় শিখবো। কিন্তু অপরাধটা কোথায় হ'লো, সেইটাই যে এখনও বুঝতে পারছি না।

বল্লিকা। নিশ্চয় পারছেন।

সমীর। নিশ্চয় পারছি না। ইয়ে—আমি পুলিশে যেতে পারি তা জানেন ?

বল্লিকা। হাঁ, তা জানি। কিন্তু আপনাদের মতো ইতর ছেলেদের শাস্তি, এই ভাবেই হওয়া উচিত, পুলিশও এই কথাটি বলবে।

সমীর। বলবে ? তবে থাক্ পুলিশে যাবো না। কিন্তু হাতে আপনার লাগেনি তো ? মানে আমার চামড়াটা আবার একটু পুরু কি না।

বল্লিকা। লজ্জা আপনার হয়নি দেখছি। কিন্তু এই থেকে শিখে রাখুন, যদি কোন মহিলা রাস্তা দিয়ে একলা যান, তবে তাঁকে কেমন করে সম্মান দিতে হয়।

সমর। তা নয় সম্মান দিলাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, রাত্রি বারোটার সময়ে কোনো মহিলা—সঙ্গে মহল না নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটেনই বা কেন ?

বল্লিকা। রাস্তা কারুর কেনা নয়।

সমর। তা নয় জানি। সে আমারও নয়—আপনারও নয়। তার মানে এটা কর্পোরেশনের রাস্তা। কিন্তু কর্পোরেশনের রাস্তায় চোর আছে, ডাকাত আছে, মাতাল আছে—এবং নাম করা যাবেনা এমন অনেক কিছু আছে। তারা যদি কেউ কিছু আপনাকে বলে, আপনি তাদের মুখ আটকাবেন কি দিয়ে ?

বল্লিকা। মেরে।

সমর। শক্তিটা আসুরিক সন্দেহ নেই, কিন্তু ওই দু'খানি ক্ষীণ ভুজলতায় কুলিয়ে উঠবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

জানেনতো—মহিষাসুরকে মারতে দুর্গার দশখানি ভুজ বার করবার দরকার হয়েছিল।

বল্লিকা। আপনার লেকচার শোনবার আমার সময় নেই ! আপনি কে ?

সমর। এই ভদ্রলোকের মতই আর একটি হতভাগ্য !

বল্লিকা। এত রাত্রে রাস্তায় ঘুরছেন কেন ?

সমর। আপনাদের মত রাত্রিচারিণীর হাতে মার খাবার লোভে।

বল্লিকা। আপনি এই রকম ভাবে বেশী ফট্ ফট্ করলে আমি আপনাকেও মারবো।

সমর। তা অবিশ্যি একশোবার পারেন, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমারও একটা বদ্ অভ্যেস আছে, সেটা আপনাকে আগেই বলে রাখি। কেউ আমাকে মারলে—আমিও কেমন তাকে না মেরে থাকতে পারিনে।

বল্লিকা। তার মানে, আপনিও আমাকে মারবেন ! ইস্ !

সমর। ইস্ নয়, সত্যিই মারবো। কারণ এই সব ব্যাপারের সম্পূর্ণ নাম হচ্ছে মারা-মারি। আপনি যদি কেবলই আমাকে মারেন আর আমি যদি কিছুই না বলি, তাহলে সেটা শুধু মারা হ'লো। কিন্তু তার উত্তরে আমিও যদি আপনাকে মারি, তবেই সেটা হবে যথার্থ মারামারি। নইলে শুধু মারাও ভাল নয়, শুধু মারিও ভাল নয়।

সমীর। [গালে হাত বুলাইয়া] আমার বরাতে তাহ'লে শুধু মারাই জুটলো !

বল্লিকা। ইডিয়ট্ [চলিতে লাগিল]

সমর। তাহ'লে মারি-ব্যাপারটা সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আমার মতে মিল্‌লো না।

বল্লিকা। কুট কোথাকার। [প্রস্থান]

[সমর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠে]

সমর। কি, হয়েছিল কি?

সমীর। জানিনে তো।

সমর। জানেন না মানে?

সমীর। সত্যিই জানি না।

সমর। তবে মার খেলেন কেন?

সমীর। মার যে খেয়েছি, শুধু সেইটেই জানি। কিন্তু কেন খেয়েছি, সেটা যে জানতো—সে তু লাইন গান গেয়েই পালিয়েছে—কড়ে-পুকুর দিয়ে।

সমর। লেগেছে?

সমীর। দস্তুর মত।

সমর। স্যাড্‌! আর দাদা স্যাড্‌ই বা বলি কি করে? আমারই জীবনে এই দিন কয়েক আগেই—ঠিক এই রকম ব্যাপার ঘটেছে।

সমীর। কি রকম?

সমর। গাড়ী ড্রাইভ করে আসছিলুম আর. জি. কর রোড দিয়ে। সঙ্গে ছিল সুহাস আমার এক বন্ধু—ইনসিওরেন্সের এজেন্ট। সেদিন একটু আগেই বৃষ্টি হয়েছিল—তাই রাস্তার মাঝে মাঝে কাদা জমেছিল।

সমীর। বাই দি বাই—গাড়ীটা কি আপনার নিজের?

সমর। নিজেরই বটে অথচ নিজের নয়, মামার। মানে সম্প্রতি আমি মামার সম্পত্তি পেলেও পেতে পারি এই রকম

ঘটনা চল্‌ছে—অর্থাৎ যদি আমি বিধবা বিবাহ করি।

সমীর। বিধবা বিবাহ কেন! কুমারী কি পাওয়া যাচ্ছে না।

সমর। পাওয়া যাবে না কেন! কিন্তু তাতে সম্পত্তি পাওয়া যাচ্ছে না।

সমীর। ও! যাক্‌গে, তারপর কি হ'লো?

সমর। হ্যাঁ। গাড়ী চালিয়ে আসছি—একটি মেয়ে সেই সময় রাস্তা ক্রস্ করছিল। হঠাৎ আমার গাড়ীর চাকা থেকে খানিকটা কাদা ছিট্‌কে মেয়েটার কাপড়ে গিয়ে লাগ্‌লো। মেয়েটি হতভম্বের মত চেয়ে আছে দেখে—গাড়ী থামিয়ে তার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বল্‌লাম—আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনার কাপড় নষ্ট করার জন্য আমি দুঃখিত। আরে বাপ্‌স্। যেই না ম'শায়—এই কথা বলা—

সমীর। অমনি?

সমর। অমনি—একেবারে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি। টেনে আমার গালে বসিয়ে দিলে এক চড়। শুধু আমাকে নয়, সঙ্গে ছিল সুহাস—তাকেও।

সমীর। তারপর?

সমর। তারপর গট্ গট্ করে সে চলে গেল। সেই থেকে আমিও ঠিক করেছি যে মুখ বুজে এই ধরণের অত্যাচার সহ্য করাটা ঠিক নয়। অতএব এবার থেকে আমিও মারবো।

সমীর। ওঃ! একটু আগে যদি—আপনার সঙ্গে দেখা হ'তো দাদা! কথাটা জানা থাক্‌লে—

সমর। মারটা আর খেতেন না। যাক্‌গে, দুঃখ করে লাভ নেই। চলুন। ভাল কথা—দাদার নামটা কি ?

সমীর। সমীর বন্দ্যো।

সমর। হতেই হবে বিধাতার বিধান কি না! নাম দুটিও মিলে গেছে। আপনার নাম হ'ল সমীর—আমার নাম হলো সমর—সমর মুখো। ভুল করবেন না, বাঁদর মুখো, উনুন মুখো, হাঙর মুখো যা সব শোনেন আমি সে মুখো নই—আমি হ'লাম সমর মুখো—মানে মুখোপাধ্যায়। চলুন বাগবাজারের দিকেই যাবেন তো !

সমীর। আবার কোন দিকে যাবো! এখন ঐ একটা দিকই তো খোলা আছে—আর সব দিকেই কণ্ট্রোল। কিন্তু কালে কালে এ সব হচ্ছে কি! শেষকালে কি মেয়েদের সঙ্গে মারামারি করে সংসারে বাস করতে হবে! তাইতো!

[উভয়ে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। যে দিক দিয়া তাহারা বাহির হইয়া গেল সেই দিক দিয়া পূর্বোক্ত গাঁটকাটাদ্বয় [illegible] প্রবেশ করিল।]

১ম লোক। সোণা!

সোণা। সর্দার!

সর্দার। পেরেছিস্ তো!

সোণা। নিশ্চয়! তোমার পায়ের ধুলোর জোর থাক্‌লে—এরকম খেল আমি অনেক দেখাতে পারি সর্দার!

সর্দার। দুজনেরই পকেট কেটেছিস্‌তো ?

সোণা। আলবৎ! কাঁইচি দিয়ে কুচুৎ কুচুৎ করে দুখানি পকেট

কেটে নিয়ে আর কি আমি দাঁড়িয়েছি সর্দ্দার। সটান স'রে পড়েছি। এই দেখোনা বাঁ হাতের মুঠোয় এখনও ধরাই আছে, খুলেও দেখিনি—কি পেয়েছি না পেয়েছি !

সর্দ্দার। সাবাস বেটা ! নিয়ে আয় ইদিকে—

[এই বলিয়া সোণার হাত হইতে একটি পকেটের কর্ত্তিতাংশ লইয়া হাত ঢুকাইল। একটি ডবল পয়সা বাহির করিয়া আনিল। আর একটি পকেট হইতে একটি ট্রামের পাইস কুপন বাহির হইল। তুজনেই মুখো মুখি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সর্দ্দার। যাঃ শালা। একটা ডবল পয়সা আর একখানা কুপন ! শালারা সড় ক'রে বেরিয়েছিল নাকিরে ?

সোণা। সড় করে বেরিয়েছিল জানলে—আমি তো গড় ক'রে ফিরে আসতুম সর্দ্দার, তাহলে কি, এ কাজ করি !

সর্দ্দার। নাঃ। কারবারপত্তর এবার গুটোতে হ'ল রে সোণা। কল্‌কাতা সহরে রাত বারোটায় তুজন সিগ্রেট-খাওয়া ভদ্রলোকের পকেট থেকে বেরুল কি না একটা ডবল পয়সা আর একখানা এক পয়সাওলা কুপন। তাইতো !

[সোণা ও সর্দ্দার বাহির হইয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জীবনের বসিবার ঘর। পূর্ব ঘটনার পরের দিন সন্ধ্যা। জীবনময় বাবু
একটি কলিকাহীন হুঁকা টানিতে টানিতে দ্রুতপদে ঘরময়
পায়চারি করিতেছিলেন। তাহার বয়স বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ
হইবে। ঘুরিতে ঘুরিতে নিজের মনেই বলিলেন।]

জীবন। এখনও দেখা নেই, তাইতো!

[চীৎকার করিয়া]

দিনু! দিনু! দীননাথ।

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই—

[কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে জীবনের চাকর এবং বাজার সরকার দীননাথ প্রবেশ করিল।]

জীবন। তুমি কি রকম লোক হে?

দীন। আজ্ঞে, ভাল।

জীবন। কই সে রকম তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

দীন। আজ্ঞে আমি তো মনে করুন খুবই দেখাচ্ছি!

জীবন। কোথায় দেখাচ্ছ? প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর হুঁকো হাতে চীৎকার করছি এক কল্‌কে তামাকের জন্যে, তা কোথায় কে! তোমরা কি ভাব আমি একটা মানুষই নই, না আমার কোন ক্ষমতাই নেই। যা তোমাদের প্রাণ চায় তাই করবে না কি?

দীন । কষ্ট আমি তো কোন দোষ—

জীবন । আল্‌বাৎ করেছো, একশবার করেছো, তর্ক করলে দূর করে দেবো ।

দীন । আজ্ঞে তবে করেছি !

জীবন । অ্যাঃ । এই তো চুকে গেল । দোষটা স্বীকার করলেই রোষটি মিটে গেল । (একটু পরে) বাজার গিয়েছিলে ?

দীন । আজ্ঞে হাঁ ।

জীবন । কিন্তু আনলে টান্‌লে—?

দীন । তা বাজার খুবই করলুম । মনে করুন আড়াই সের মাংস— আর—

জীবন । কত ?

দীন । আজ্ঞে আড়াই-সের ।

জীবন । খেলে, খেলে দীননাথ, খেলে আমাকে তুমি ! এত মাংস কি জন্যে এল—তা কি জানা যাবে ?

দীন । আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়দি'মণিকে আজকে কারা সব দেখতে আসবেন যেন,—তাই ছোট্‌দিমণির হুকুম—চপ্‌ কাটলেটের জন্যে কিছু বেশী মাংস—

জীবন । তাই বলে আড়াই সের ! দেখতে আস্‌বেন তো কি হয়েছে ? দেখতে আসবেন, দেখে চলে যাবেন । এর মধ্যে খাওয়া দাওয়া আসে কোত্থেকে রে বাপু ! ছোড়দি-বড়দিমণিকে বোলো যে বাপের পয়সা শেষ হয়ে এসেছে, এর পরে বন থেকে কচুর শাক তুলে এনে খেয়ে বাঁচ্‌তে হবে ।

দীন । আজ্ঞে বল্‌বো ।

জীবন । না, বলে তোমার দরকার নেই । তুমি যাও এখন

আমার সুমুখ থেকে। তোমাকে দেখলে আমার রাগ হয়ে যাচ্ছে। যাও।

দীন। আজ্ঞে যাই।

[দীনুর প্রস্থান। শ্রীবনময়ের ছোট ছেলে পল্লবের প্রবেশ। বয়স ১৩।১৪ হইলেও বিজ্ঞের মত কথা কয়। হাতে রিষ্টওয়াচ, চুলগুলি ব্যাকব্রাশড]

জীবন। এই যে! কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

পল্লব। কেন ?

জীবন। এই নাও, এ আবার বলে "কেন" ! বলি কেন কিরে ব্যাটাচ্ছেলে—কেন কি ? আমি তোর বাপ, তোকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে তুই ভয়ে ভয়ে তার জবাব দিবি, তা নয় বুক্ ফুলিয়ে বল্‌বি—কেন ?

পল্লব। এই সোজা কথা নিয়ে মাথা গরম করছ কেন!

জীবন। মাথা গরম ?

পল্লব। মাথা গরমই তো ! কি জিজ্ঞেস করবে করো না!

জীবন। কোথায় গিয়েছিলি— তাই আগে বল্!

পল্লব। রিগ্যালে।

জীবন। কীগ্যালে!

পল্লব। রিগ্যালে - রিগ্যালে!

জীবন। সে কোথায় ?

পল্লব। হাউসের নাম শুনেই যখন বুঝলেনা, তখন রাস্তার নাম শুনে কী বুঝবে ? হুঁঃ !

[সদর্পে প্রস্থান]

একি, এ যে চলে গেল! তা হ'লে কথাগুলো কি খুব কড়া হয় নি ? হুঁ—দীনু! দীনু! দীননাথ—!

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই !

[দীননাথের প্রবেশ]

জীবন। দীনু ! আচ্ছা আমি যে তখন তোমাকে কথাগুলো বলেছিলুম, তা কি বেশ কড়া হয়েছিল ?

দীন। আজ্ঞে হাঁ, বেশ কড়া হয়েছিল।

জীবন। হয়েছিল তো ? আচ্ছা তোমার কি মত ? আমি যদি আমার ছেলে মেয়েদের বকি, তাহলে তারা ভয় পাবে তো ?

দীন। দেখুন, ভয় পাবার ধাত হচ্ছে আলাদা। ও যারা পাবার, তারা 'কেমন আছ' বল্‌লেই চম্‌কে ওঠে।

জীবন। অত কথা শুন্‌তে চাইনি। ছেলে মেয়েরা ভয় পাবে কি না তাই বলো।

দীন। আজ্ঞে পাবে।

জীবন। ব্যস্‌ চলে যাও।

[দীনু চলিয়া যাইতেছিল]

জীবন। শোন !

দীন। বলুন !

জীবন। বলি তারা যে আমার মেয়ে দেখ্‌তে আসছে, তাদের অভ্যর্থনার কি ব্যবস্থা করেছ ?

দীন। আজ্ঞে করেছি।

জীবন। কি করেছ ?

দীন। আজ্ঞে কল্‌সী !

জীবন। খেলে খেলে দীননাথ, খেলে আমাকে তুমি—কলসী কি হবে ?

দীন। আজ্ঞে দরজার গোড়ায়—

জীবন। এই মরেছে ! ব্যাটাচ্ছেলের বুদ্ধি দেখ ! ওরে একি

বিয়ে না পূজো, যে হাঁড়ি কলসী দরজার গোড়ায় জড়ো করবি ! এ যে মেয়ে দেখা !

দীন। আজ্ঞে এতে তাহলে দরজার গোড়ায় কি রাখ্‌তে হয় ?

জীবন। তোমাকে মেরে পুঁতে রাখতে হয়। ইষ্টুপিড্‌ কাহাকার ! ক'পয়সা লাগল কল্‌সীতে ?

দীন। আজ্ঞে বার পয়সা।

জীবন। ওরে বাবা ! আজ এরা ভেবেছে কি ! আড়াইসের মাংস, তু'তুটো মাটির কলসী,—বলি আমার বাপের কি শ্রাদ্ধ লেগেছেরে ব্যাটা ?

দীন। ছেরাদ্দ কেন হবে—এ হল যে মেয়ের বিয়ে ! শুভকাজ।

জীবন। বেরো, বেরো আমার সাম্‌নে থেকে, রাগ হয়ে যাচ্ছে দাঁড়াস্‌নি বলছি।

দীন। আজ্ঞে এই চল্লুম।

[প্রস্থান]

জীবন। আজ এক মেয়ে দেখাতেই আমার সর্ব্বস্ব ব্যাটা নিলেমে চড়িয়ে দিলে। ওঃ !

[বল্লিকার প্রবেশ]

বল্লিকা। বাবা !

জীবন। এঁ্যা ! কি মা !

বল্লিকা। ওপরে তোমার চা দেওয়া হয়েছে—যাও।

জীবন। যাই। আগে হাত মুখ ধুই—না—আগে চা খাই ?

বল্লিকা। আগে চা খেয়ে এসো।

জীবন। হ্যাঁ সেই ভালো। আগে চা খেয়েই আসি।

[প্রস্থান]

[বল্লিকা ঘরের জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিল। টেবিলক্লথটি বদলাইয়া ফুলদানিটি ঠিক করিয়া দিল। পল্লবের প্রবেশ]

পল্লব। ছোড়দি! একটা মজার কথা শুনেছ?

বল্লিকা। বল্‌তো!

পল্লব। বাবা রিগ্যাল চেনে না!

বল্লিকা। অন্যায়।

পল্লব। ওঃ! ছোড়দি, তুমি আজ গেলে না; মার্গালয় কি পার্টই করলে!

বল্লিকা। ভাল?

পল্লব। ওয়াণ্ডারফুল্! মানে এটা হচ্ছে মার্গার বেষ্ট পার্ট!

বল্লিকা। চা খেয়েছিস্?

পল্লব। হঁ্যা।

বল্লিকা। তবে চট করে জামা কাপড়টা বদলে আয়। আজ সন্ধ্যে বড়দিকে দেখতে আস্‌ছে জানিস তো?

পল্লব। তাই নাকি! তাহলে এইবার বড়দির বিয়ে?

বল্লিকা। হ্যারে!

পল্লব। আচ্ছা, আমি আসছি এক্ষুনি।

(প্রস্থান)

বল্লিকা। দিদি! ও দিদি!

(মোটা একখানি ইংরাজী বই আঙুল দিয়া পেজ্ মার্ক করিয়া মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লিকা। কি বল্!

বল্লিকা। দিদি, তুই করবি বিয়ে—আর পরিশ্রম করে মরব আমরা? তুই আমাদের একটু হেল্প কর্‌বিনে?

মল্লিকা। নিশ্চয়ই না। আমার বিয়ে -আমি পরিশ্রম করব কি। তাতে আমার মানহানি হবে না। দীনুকা' কোথায় গেল?

বল্লিকা। কি জানি।

মল্লিকা। দীনুকা। দীনুকা।

(নেপথ্যে) যাই --যাচ্ছি।

(দীননাথের প্রবেশ

মল্লিকা। দীনুকা শুনছোতো, আজ তারা আমায় দেখতে আসবে। তা ব্যাপারটা হচ্ছে আমারই বিয়ে আর আমিই সব সাজাবো, এটা আমার কেমন কেমন লাগছে। তাই বলছি, তুমি যদি বেলিকে একটু সাহায্য কর, তবে খুব ভাল হয়।

দীনু। খুব ভাল হয়। আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করবো।

মল্লিকা। এই তো হয়ে গেল তা হলে আমি যেতে পারি বেলি?

বল্লিকা। যাও।

(মল্লিকার প্রস্থান।

বল্লিকা। দীনুকা, আর সামান্য একটু কাজ বাকী আছে। মানে ওপর থেকে কিছু ফুল এনে ফুলদানীতে রাখা, আর চেয়ারগুলো সাজিয়ে ঠিক করে দেওয়া পারবে না?

দীনু। নিশ্চয়ই পারবো।

বল্লিকা। আচ্ছা তুমি এগুলো কর আমি একটু ঘুরে আসছি।

(প্রস্থান

(দীনু চেয়ার সাজাচ্ছে এমন সময় জীবনময়ের প্রবেশ)

জীবন দীনু। দীনু। দী— উঃ যে' দীননাথ, আমি বলছিলুম

কি, কল্‌সীই যখন কিন্‌লে, তখন ওরই সঙ্গে বুদ্ধি করে কিছু দড়িও কিন্‌লেনা কেন ?

দীন। আজ্ঞে, এক্ষুণি আমি দড়ি কিনে নিয়ে আস্‌ছি।

জীবন। আর আসতে হবে না। ঐ দড়ি আর কলসী নিয়ে সোজা গঙ্গার ঘাটে চলে যেও।

দীন। আজ্ঞে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে কি করবো বলে দিন !

জীবন। খেলে, খেলে দীননাথ খেলে আমাকে তুমি। বলে কিনা দড়ি কলসী নিয়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে করবো কি ! বেরো বেরো আমার সাম্‌নে থেকে—বেরো !

দীন। আজ্ঞে—এই বেরুলুম।

(প্রস্থান)

জীবন। দেখাচ্ছি আজ সবাইকে। একে একে ধরবো আর জবাই করবো। বড্ড বাড় বেড়েছে এদের।

(দ্রুতপদে দীননাথের প্রবেশ)

দীন। আজ্ঞে বাবু, তাঁরা এসেছেন।

জীবন। কারা ? বলি হ্যাহে ! কারা আবার এলো এ সময় ? তুমি তো আচ্ছা মজার কথা বল দেখতে পাই। তাঁরা এসেছেন—তাঁরা কেহে ?

দীন। আজ্ঞে বড়দিদিমণিকে দেখবার—

জীবন। কি সর্ব্বনাশ ! তাঁরাই এসেছেন ? হতভাগা পাজি— বল্‌তে হয় যে তাঁরাই এসেছেন—না তাঁরা এসেছেন— তাঁরা এসেছেন। খেলে খেলে দীননাথ—খেলে আমাকে তুমি।

(উভয়ের প্রস্থান। একটু পরে সদলবলে সমীর ও তাহার বন্ধুবর্গ প্রবেশ করিল।)

জীবন। আসুন, আসুন ! বসুন দাঁড়িয়ে থাকবেন্ না, বসুন।

সমীর। আপনি বুড়ো মানুষ, ব্যস্ততা দেখিয়ে আমাদের লজ্জার মাত্রা আর বাড়াবেন না—আমরা বসছি।

জীবন। এর মধ্যে পাত্র কোন্‌টি ?

১ম বন্ধু। [সমীরকে] এই যে ইনি।

জীবন। বেশ, বেশ বড় খুসি হলুম। দেখো বাবা, আমার মেয়ে রূপে গুণে তোমার অযোগ্য হবে না। দীনু, দীনু, দীননাথ !

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই—

(দীনুর প্রবেশ)

জীবন। কোথায় ছিলে ?

দীন। আজ্ঞে বাইরে।

জীবন। বাইরে কেন ? ভেতরে যখন আমরা সবাই তখন তুমি বাইরে কেন !

(জীবনময় ইসারা করিল— দীনু বুঝিল না)

জীবন। আরে ব্যাটাচ্ছেলে ! ইসারা বোঝে না…বলি—এঁদের খাবার আনতে হবে না ?

দীন। আজ্ঞে হবে।

জীবন। কবে ? দীননাথ কবে ?

দীন। আজ্ঞে, এই যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

(পল্লবের প্রবেশ)

পল্লব। বাবা ! আমি এলুম।

জীবন। তবে আর কি, শাঁখ বাজাতে বলি ! বোস্ ব্যাটাচ্ছেলে বোস্ ঐখানে চুপ্ করে !

পল্লব। [সমীরকে দেখিয়া] একি ! এই লোকটার চেহারা যে অবিকল র‍্যামন্ নোভারোর মত !

জীবন। বলি তুই থামবি, না আমি একটা যা হয় কিছু করে ফেল্‌বো !

পল্লব। আচ্ছা আমিই থামলুম। কিন্তু আশ্চর্য্য মিল চেহারার !

(মল্লিকাকে লইয়া দীনুর প্রবেশ)

মল্লিকা। নমস্কার !

সকলে। নমস্কার - নমস্কার।

সমীর। বসুন !

মল্লিকা। ব্যস্ত হবেন না, আমি বস্‌ছি।

(একটি চেয়ারে বসিল)

জীবন। তুমিও যে হা করে দাঁড়িয়ে রইলে দীননাথ ! বলি এঁরা কি তোমাকেও দেখতে এসেছেন ?

দীন। [লজ্জিত] আজ্ঞে না।

জীবন। কিন্তু তোমার তো দেখছি সে হুঁসও নেই। বেলিকে ডাকবে না ?

দীন। ডেকেছিলুম আস্‌ছে।

জীবন। আর এসেছে !

১ম বন্ধু। নাও হে অসিত, কিছু জিজ্ঞেস করবে তো করো।

সমীর। আমি আর কি জিজ্ঞেস করবো।

২য় বন্ধু। লজ্জা করে আর কি হবে বলো ভাই।

৩য় বন্ধু। বিয়ে যখন করতেই হবে—

৪র্থ বন্ধু। এবং তোমার সঙ্গেই যখন হবে -

১ম বন্ধু। তখন তোমারই জিজ্ঞেস করা ভাল।

মল্লিকা। আপনাদের কারুর কিছুই জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই,

আমিই বলছি শুনুন। আমার নাম শ্রীমতী মল্লিকা দেবী। আমার বয়স এই উনিশ, থার্ড ইয়ারে পড়ছি। রাঁধতে জানি, গাইতে জানি, কিন্তু নাচতে জানিনে। এ ছাড়া লাঠি খেলতে জানি, তরোয়াল খেলতে জানি, দরকার হ'লে ছোরাছুরিও চালাতে পারি। আরও আছে, ঘোড়ায় চড়তে জানি, সাইকেল চালাতে জানি, সাঁতার কাটতে জানি এবং সম্প্রতি দিন কয়েক আগে motor driving-টাও শিখে নিয়েছি এবং সব শেষে আমার মাথার চুল যা দেখছেন তা কৃত্রিম নয় আর গায়ের রংটাও আসল। আশা করি আপনাদের আর কিছু জিগ্যেস করবার দরকার হবে না।

সমীর। না, থ্যাঙ্কস্।

১ম বন্ধু। একটা গান যদি অনুগ্রহ করে গান।

২য় বন্ধু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গান হোক্—গান হোক্।

সমীর। সত্যি, গান না দয়া করে একখানা!

মল্লিকা। দয়া ক'রে একখানা? (হাসিয়া) আচ্ছা।

গান

সে যে চেয়েছিল চাঁদে কমল কুঞ্জে
রাখিতে হৃদয় মাঝে
সে যে করেছিল আশা বাহু বন্ধনে
বাঁধিতে রাখাল রাজে।
হিয়াখানি তার পিয়ার লাগিয়া
বিরহ-ব্যথায় ছিল যে জাগিয়া
তারি মনবাণী ওই বন মাঝে
শ্যাম নামে শুনি বাজে।

তারি ব্যথা জাগে আজি বনতলে
হৃদয় যমুনা তারি কথা বলে
ছলেছো শ্যামল তারে শতছলে
ছলনা কি আর সাজে ॥

(নেপথ্যে কে যেন শীস দিল)

মল্লিকা। পলি, দেখে আয়তো নীচে শীষ দিচ্ছে কে !

(পলি চলিয়া গেল, মল্লিকা গাহিতে লাগিল। গান প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় পল্লব প্রবেশ করিল)

মল্লিকা। কি হ'লো ?

পল্লব। না বড়দি। আমি তাকে তোমার নামে নাম করে শীষ দিতে বারণ করাতে, সে বল্লে তোর দিদিকে পাঠিয়ে দিগে যা।

মল্লিকা। শীষ দিচ্ছে কে ?

পল্লব। পাড়ার একটা ছেলে।

মল্লিকা। আচ্ছা তুই বোস্। আপনারা এক মিনিটের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন।

(প্রস্থান)

দীন। বাবু আপনার সঙ্গে একটা দরকার ছিল ভেতরে।

জীবন। তুমি মাঝে মাঝে বেহুঁসের মত কথা বল কেন আমায় বলতে পারো ? দেখছো অতিথিরা রয়েছেন--

দীন। আজ্ঞে বাবু কথাটাও আমার এক মিনিটের।

জীবন। বল !

দীন। আজ্ঞে ভেতরে চলুন।

জীবন। তুমি কি পাঁজি দেখে সে কথা বলবে নাকি হে ! নাও ভণিতায় কাজ নেই, বলে ফেল।

দীন। আজ্ঞে ভেতরে—

জীবন। সেই এক বুলি—ভেতরে ! ওরে বাবা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস্, সেটা কি ময়দান ?

ন। বাবু, এখন এখানে ছেলে ছোকরারা সব গান বাজনা করবেন, আপনার আগার ভেতরে থাকাই ভাল।

জীবন [চাপা স্বরে] তা সে কথা বল্‌তে তোমার কি হয় ? খালি বলে ভেতরে—ভেতরে। চল্—আবার ওদিকে চায় ? (জোরে) হ্যাঁ, দেখো বাবা তোমরা সব খেয়ে যেয়ো, খেয়ে যেয়ো বুঝলে, খেয়ে যেয়ো। চল্। আবার ওদিকে চায় ?

(জীবন ও দাসুর প্রস্থান। একটি ছেলের পেছনে মল্লিকার প্রবেশ। ছেলেটি চোখ মুছিতেছিল)

মল্লিকা। আশা করি এর পর আপনার আর কোনদিন শীষ দেবার ইচ্ছা হবে না ?

ছেলেটি। না।

মল্লিকা। কোন ভদ্রলোকের বাড়ীর সামনে শীষ দেওয়া যে অন্যায়, সেটা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন ?

ছেলেটি। হ্যাঁ।

মল্লিকা। বেশ। আপনি এখন এখানে বসে চা টা খেয়ে গান শুনবেন, না বাড়ি যাবেন ?

ছেলেটি। না, আমি বাড়িই যাবো।

মল্লিকা। আচ্ছা আসুন তবে।

(ছেলেটির প্রস্থান)

সমীর। আমরা তবে উঠি এখন ?

মল্লিকা। সেকি ? জলটল না খেয়েই চলে যাবেন ?

সমীর। ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে,— একথা—আমাকে বল্‌তে দিন।

মল্লিকা। বেশ বলুন—কিন্তু বিয়ে করবে কে? আপনি তো?

সমীর। [লজ্জিত ভাবে] হঁ্যা।

মল্লিকা। লজ্জা পাচ্ছেন কেন? আপনি তো অন্যায় কিছু করছেন না।

পল্লব। কিন্তু স্যার আপনার চেহারার সঙ্গে র‍্যামন্ নোভারোর আশ্চর্য্য মিল,—আপনি কোন ষ্টুডিওতে যাচ্ছেন না কেন?

সমীর। তোমার চেহারাও তো মন্দ নয়—তুমিই বা এতদিন ছবিতে নামনি কেন?

পল্লব। কি যে বলেন! আমি যে ছেলেমানুষ!

সমীর। তা বটে। আমি ঠিক ওই কথাই ভুলে গিয়েছিলাম।

[সমীর কাটলেটে কামড় দিতে যাইবে এমন সময় প্রবেশ করিল বল্লিকা, তাহাকে দেখিয়াই সমীর একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া একটি চেয়ারের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত দিয়া নিজের গাল ঢাকিল।]

বল্লিকা। একি! আপনি এখানে কেন?

সমীর। মাপ্ করবেন, জানতুম না।

বল্লিকা। আশা করি আমাকে ভোলেন নি এখনও?

সমীর। পাগল হয়েছেন! আপনাকে কি এ জীবনে ভুলতে পারি? যাক্ দয়া করে রাস্তাটা ছেড়ে দাঁড়ান, আমরা ঐ দিক দিয়েই যাব কি না!

বল্লিকা। দিদিকে পছন্দ হয়েছে?

সমীর। এখনও কিছু ঠিক করিনি, তবে আপনি যা বল্‌বেন তাই হবে।

বল্লিকা। আমার ইচ্ছে পছন্দ হোক।

সমীর। ভালো।

বল্লিকা। এখনই যাবেন, না একটু বস্‌বেন?

সমীর। না এখনি যাবো —আপনি সরে দাঁড়ান—

বল্লিকা। [হাসিয়া] ভয় নেই, আজ আমি খুব ভাল মুডে আছি।

সমীর। সেদিনও প্রথমে ভাল মুডই ছিলেন। আচ্ছা আসি নমস্কার।

(মল্লিকাকে নমস্কার)

মল্লিকা ও বল্লিকা। নমস্কার।

(সবলে পদদলে বাহির হইয়া গেল)

মল্লিকা। এ কি কাণ্ড রে!

বল্লিকা। সেই লোকটা দিদি!

মল্লিকা। কোন্ লোকটা?

বল্লিকা। সেই যে রাস্তায় আমার কাছে মার খেয়েছিল!

মল্লিকা। তাই নাকি? চল ত জানলা থেকে আর একবার দেখে আসি ওকে!

(উভয়ের প্রস্থান)

পল্লব। লোকটার চেহারা অবিকল র‍্যামন্ নেভারোর মত! দিদির সঙ্গে বিয়ে হলে মন্দ হতোনা! মরুক্‌গে—হলেই বা কি, আর না হলেই বা আমার কি? যাই, সাড়ে নটার শো-টা মিস্ করলে চলবে না।

(প্রস্থান)

(জীবনময়ের প্রবেশ)

জীব। দীনু! দীননাথ!

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই !

(দীননাথের প্রবেশ)

জীবন। বলি তোমার আক্কেলটা কি হে ! আমাকে ভেতরে ভরে রাখলে, আর এসে দেখি কেউ কোত্থাও নেই। মেয়ে দুটো'ত নেই-ই, মায় ছেলেটা পর্য্যন্ত নিখোঁজ। তবু হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল ! তাদের খোঁজ, কিন্তু দেখো, তোমাকে খুঁজতে আমি যেতে পারব না।

দীন। আজ্ঞে তাঁরা বোধ হয় বাইরে কোথাও—

জীবন। সেটা দেখে এসে বলো দীননাথ—দেখে এসে বলো।

দীন। আজ্ঞে যাচ্ছি।

জীবন। আর গেছো ? খেলে, খেলে দীননাথ—খেলে আমাকে তুমি !—

(চলিয়া গেলেন)

দীন। খেলুম ! বাবু ! আমি আপনাকে খেলুম ! তাইতো !

(হতভম্ব দীননাথ জীবনের অনুসরণ করিল। প্রথম অঙ্কের সমাপ্তি যবনিকা নামিয়া আসিল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জীবনময়ের পূর্ব্বোক্ত সেই ঘর।

(ভবশঙ্কর বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও তাহার স্ত্রী নিস্তারিণী। জীবনময়ের বন্ধু এবং প্রাতিবেশী। তিনি লাঠির মাথার উপর মাথা রাখিয়া নাতনীর নৃত্যকুশলতা উপভোগ করিতেছিলেন। মল্লিকা গাহিতেছিল এবং নাতনী নাচিতেছিল।)

গান

আজ নিরালায় বনের মাঝে
মনের কথা কই (লো সই)
তেপান্তরের মাঠের পারে
চাঁদ উঠেছে ওই। (লো সই)
চাঁদের আলো শাল বনে
কান্না হাসির জাল বোনে
মন হারাবার লগন এল
প্রীতম এল কই ! (লো সই)

বন-করবীর ফুল দিয়ে
কলঙ্কিনী নাম কিনেছি

গাঁথবোনা হার ভুল দিয়ে
লজ্জা সরম কুল দিয়ে—

তবুরে তার সন্ধানে
নয়ন কাঁদে মন-দানে
দিগন্তরের পথের পানে
একলা চেয়ে রই। (লো সই)

(নাচ থামিলে ভবশঙ্কর
মল্লিকাকে বলিলেন)

ভবশঙ্কর। কী রকম বুঝছো? হবে কিছু?

মল্লিকা। হবে কিছু কী বলছেন? ও তো এর মধ্যেই বেশ নাম করেছে।

নিস্তা। তা করেছে। সেদিন কাগজে একখানা ছবিও বেরিয়েছিল।

মল্লিকা। এমনি ক'রেই আস্তে আস্তে হবে! জিনিষটা কঠিন কি না—

নিস্তা। সে কথা কি একবার মা—একশোবার! কঠিন বলেই তো তোমার কাছে আনা মা, নইলে যার তার হাতে তো মেয়েকে ছেড়ে দিতে পারি না? হঠাৎ তোমার কথা আমার মনে পড়ে গেল বলেই রক্ষে—নইলে কী যে হ'তো! উনি তো প্রথমে রাজীই ছিলেন না, শেষকালে অনেক বলে ক'য়ে—তবে! সামনের শনিবার আবার নিউ এম্পায়ারে নাচতে নিয়ে যেতে হবে। কীযে হবে! কীরে পটি! পারবি তো নাচতে?

পটি। নিশ্চয়। এমন নাচ নাচবো—যে প্রত্যেক লোকের নাড়ী চঞ্চল হ'য়ে উঠবে। সমবেত দর্শকের হার্টবিট্ বাইরে থেকে শোনা যাবে। বুঝেছ?

ভব। থাম, থাম, আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না। ভারী আমার নাচ শিখেছেন। জান মা, এই মেয়েটাকে নিয়ে আমাদের হয়েছে জ্বালা। মা বেটিতো মরে খালাস হলো, সেই থেকে ঘাড়ে চেপেছে—এখন নামাতে পারলে বাঁচি।

নিস্তা। আচ্ছা, মা—এত জায়গায় তো নাচছে কত—পাত্রটাত্র তো জুটলো না ?

মল্লিকা। নাচলে পাত্র জোটে নাকি ?

নিস্তা। জোটেই তো ! ওর এক বন্ধু এই পরামর্শই দিয়েছিল। বলেছিলো—এমন হ'তে পারে যে এক পয়সাও খরচ হলোনা, অথচ নাকি বিয়ে হ'য়ে গেল।

মল্লিকা। না—জ্যাঠাইমা। তিনি ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা করেছেন।

ভবশঙ্কর। না না ঠাট্টাই বা সে করবে কেন ? যাদের বিয়ে হয়েছে ফড় ফড় ক'রে এমন কতকগুলা নামও ব'লে গেল যে। দেখা যাক্ ক হয়। পটি ! বাড়ী যাবি ?

মল্লিকা। আচ্ছা জ্যাঠামনি আপনি ওকে পটি বলে ডাকেন কেন ? ওর অমন চমৎকার নাম রয়েছে বকুলিকা !

ভবশঙ্কর। আরে ন্যাও। আজই না হয় বকুলিকা হয়েছেন, আগে ছিলেন কী ? পটলবালা ওরফে পটি।

মল্লিকা। পটলবালা আবার নাম হয় নাকি জ্যাঠামনি ?

নিস্তা। ওর হয় মা, ওর হয়। ওর মত পোড়া কপাল আর আছে নাকি কার ?

ভবশঙ্কর। উনি হওয়া মাত্র ওর মা পটল তুলেছিলেন বলে ওঁর নাম পটলবালা।

নিস্তা। মরুকগে, ওর নাম পটলবালাই হোক আর বকুলিকাই হোক্ -

ভবশঙ্কর আমাদের কিছু যায় আসে না, যদি বিয়েটা নিখরচায়—

নিস্তা এঃ। এই হ'ল হক্ কথা। তাহ'লে আজ আসি মা ! আমার পটি ! ৬-৩২ মিনিটে তোকে এক গেলাস

টমাটোর রস খেয়ে দশ মিনিট গান গেয়ে আবার এক গেলাস বেদানার রস খেতে হবে—

মল্লিকা। ও!

নিস্তা। হ্যাঁ, আর বল কেন মা? শরীলে কি ওর পদার্থ আছে? আমি বলেই তাই যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে এতকাল রেখেছি, অন্য কেউ হ'লে কবে নিয়ে যেত!

[এক হাতে স্বামীর হাত অন্য হাতে পটিকে লইয়া গেল। বল্লিকা ও মল্লিকা হাসিতে হাসিতে নিজেদের আসনে বসিল]

[পল্লব প্রবেশ করিল]

পল্লব। এই যে তোমরা আছো। লাইট হাউসে না গিয়ে যে তোমরা আজ অন্যায় করেছো, সে কথা এখন স্বীকার করো।

বল্লিকা। নিশ্চয়ই করবো না। তোর সব্‌টাতেই চালাকি না? জানিস্ দিদি, পরশু দিন পলির পাল্লায় পড়ে মেট্রোর গিয়ে মিছি মিছি কতকগুলো পয়সা খরচ করে এলুম। আরে ছি ছি সে ব'য়ের না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু!

পল্লব। হ্যাঁ, তুমি খুব বোঝ কি না! ছবিটার টেকনিক লক্ষ্য করেছিলে? আর টেম্পো? ওর সিনেমা লক্ষ্য করেছিলে আর ট্রিট্‌মেণ্ট?

মল্লিকা। সে চুলোয় যাক্! লাইট হাউসে আজ কি বই দেখে এলি—সেই কথা বল!

পল্লব। ব্লু-ড্যানিউব। ওঃ! স্প্লেন্‌ডিড্!

মল্লিকা। ভাল প্লেয়ার কে আছে?

পল্লব । কেউ নেই। অথচ সেইখানেই মজা। সমস্ত ছবিটা যেন একটা ড্রিম, একটা আবেশ, একটা—

বল্লিকা । ছেলেটি কি পরিমাণ বখেছে দেখছিস দিদি ? বলে কিনা ছবিটা একটা আবেশ ! যা বেরো !

পল্লব । বখা ছেলেদের সম্বন্ধে তোমার কোন আইডিয়া নেই, তাই একথা বল্‌তে পারলে ।

মল্লিকা বোস্, পলি বোস্ ! রাগ করিস্‌নে ।

[পল্লব বসিল]

হ্যারে পলি ! তুই তো ওদিককার অনেক খবর টবর রাখিস্ ; শুনছি নাকি গ্রেটাগার্বো রোজ সকালে ব্রেক-ফাষ্টের সঙ্গে চারটে করে ফড়িং খাচ্ছে ! সত্যি ?

পল্লব । কে বল্‌লে ?

মল্লিকা । কেউ বলে নি। কি একটা কাগজে পড়ছিলাম যে ফড়িংয়ে নাকি এ, বি, সি, ডি চার রকমেরই ভিটামিন আছে। এমন কি খুঁজলে ই-এফ্‌ও পাওয়া যেতে পারে ।

পল্লব । বল কি ! ভিটামিন আছে ! কই—

মল্লিকা । তুই একবার ট্রাই করে দেখবি ভাই ?

। ভিটামিন্ থাকলে নিশ্চয়ই ট্রাই করতে হবে। কিন্তু ওতো হজম করা যাবে বলে মনে হচ্ছেনা দিদি ?

জীবনময় [নেপথ্যে] বেলি ।

মল্লিকা । দিদি, বাবা ডাকছেন ।

বল্লিকা । চল্ ।

[বল্লিকা ও মল্লিকার প্রস্থান]

পল্লব । ফড়িং-এ ভিটামিন আছে ! গ্রেটা দি গ্রেট্ যখন খায় তখন আমাকেও খেতে হবে। কিন্তু—

[সুহাসের প্রবেশ]

সুহাস। এইটেই কি মিঃ জীবনময় চৌধুরীর বাড়ী ?

পল্লব। হ্যাঁ এইটেই। [মনে মনে] ওঃ! লোকটার চেহারা ঠিক পল মুনির মত। (জোরে) আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

সুহাস। দি ইউনিভার্স্যাল পরমব্রহ্ম লাইফ এ্যাণ্ড জেনারেল সিকিউরিটি ইন্‌সিওরেন্‌স্‌ কোম্পানী লিমিটেড থেকে।

পল্লব। ও! আপনি তাহলে ইন্‌সিওরের—

সুহাস। এজেণ্ট। জীবনময় বাবু কি বাড়িতে আছেন ?

পল্লব। নিশ্চয় আছেন। কারণ তিনি কোথাও বেরোন টেরোন না।

সুহাস। একবার ডেকে দিলে—

পল্লব। হচ্ছে! আচ্ছা আপনি পলমুনিকে চেনেন ?

সুহাস। না।

পল্লব। অথচ আপনার চেহারা অবিকল সেই রকম।

সুহাস। আমার দুর্ভাগ্য! —তিনি কোন্ কোম্পানীর এজেণ্ট ?

পল্লব। না না আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না। তিনি হচ্ছেন একজন এ্যাক্‌টার, থাকেন হলিউডে। হলিউড বুঝতে পারলেন না? আরে আমাদের ক্যালিফোর্ণিয়াতে! আপনি কোন দিন স্ক্রীনে নেমেছেন ?

সুহাস। না!

পল্লব। কেন নামেন নি? কী পান এই দালালী করে? আর পরদায় নাম্‌লে দেখবেন—কি প্রস্‌পেক্‌ট্‌ তার!

সুহাস। আচ্ছা চেষ্টা করে দেখবো! আপনি যদি জীবনময় বাবুকে—

পল্লব। হচ্ছে! কি কোম্পানী বল্‌লেন আপনার ?

সুহাস। দি ইউনিভার্স্যাল পরমব্রহ্ম লাইফ এ্যাণ্ড জেনারেল সিকিউরিটি ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড!

পল্লব। আচ্ছা আমি ডেকে দিচ্ছি বাবাকে! কিন্তু আপনি একবার এর মধ্যে চেষ্টা করে পলমুনির অভিনয়টা দেখে নেবেন! ওঃ! আশ্চর্য্য মিল চেহারার! একেবারে ঠিক পলমুনি !!

[প্রস্থান]

সুহাস। কি ভয়ানক ডেঁপো ছেলেরে বাবা! হলিউড ছাড়া কথাই কয় না! বলে আমাদের ক্যালিফোর্ণিয়া!

(বল্লিকার প্রবেশ)

বল্লিকা। আপ্‌নিই কি বাবাকে খুঁজছেন?

সুহাস। আজ্ঞে হ্যাঁ!

বল্লিকা। কেন বলুন তো?

সুহাস। আপনার বাবার লাইফ নিতে এসেছি!

বল্লিকা। তার মানে?

সুহাস। তার মানে আমি ইন্‌সিওরেন্‌সের—

বল্লিকা। বুঝেছি। বাবা চা খাচ্ছেন, একটু পরে নীচে নামবেন। আপনি বসুন।

(বসিতে যাইবে এমন সময় মল্লিকার প্রবেশ। সুহাস এক লাফে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল)

মল্লিকা। বেলি, বাবা তোকে একবার ডাকছেন।

সুহাস। আরে সর্ব্বনাশ, একি!

মল্লিকা। এই যে! নমস্কার মিঃ মোটর ড্রাইভার!

সুহাস। নমস্কার! আপনি ভাল আছেন?

মল্লিকা। আমার তো মন্দ থাকবার কথা নয়। আপনি কেমন আছেন, তাই বলুন।

সুহাস। আমি আছি ভালই। কিন্তু আর বোধ হয় ভাল থাকা হলো না। আচ্ছা আসি—নমস্কার।

মল্লিকা। বাবার সঙ্গে দেখা করবেন না ?

সুহাস। না, আজ থাক্।

মল্লিকা। শুনুন। আপ্নি কি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছেন ?

সুহাস। [পিছাইতে পিছাইতে] না, না, ভয় কি ? ভয় কিসের ? ভয় কিছু না।

মল্লিকা। আচ্ছা, আপনি সোজা ওপরে চলে যান, সেখানে বাবা আছেন, দেখা করে আসুন।

সুহাস। বল্ছেন যখন--যাচ্ছি। কিন্তু বেরোবার রাস্তা কি এই একটিই ?

মল্লিকা। হ্যাঁ। এর বেরোবার রাস্তায় আমি থাক্‌বো।

সুহাস। তার মানে, ওপর থেকে আপনার বাবার লাইফ নিয়ে, নীচে এসে আমার লাইফটি দিতে হবে ?

মল্লিকা। আমাকে অত ভয় করবেন না। সত্যি আমি অত ভয়ানক নই। যান।

সুহাস। ধন্যবাদ।

[চলিয়া গেল]

বল্লিকা। কাদা ছিটোনোর জন্য তুই যাকে চড় মেরেছিলি—সেই লোকটা বুঝি ?

মল্লিকা। হ্যাঁ, আর একটা লোকও ছিল এর সঙ্গে। তাকেও মেরেছিলাম।

বল্লিকা। চমৎকার লোক।

মল্লিকা। গান গাওয়ার জন্যে তুই যাকে চড় মেরেছিলি—সে লোকটাও কম চমৎকার ছিল না।

বল্লিকা। হুঁ !

মল্লিকা। সত্যি কথা বলতে কি ভাই, তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটো চমৎকার লোককেই আমরা চড় মেরেছিলুম না ?

বল্লিকা। হুঁ !

মল্লিকা। সব কথাতেই হুঁ হাঁ দিয়ে সারছিস—ব্যাপার কিরে ?

বল্লিকা। না বড়দি, ঠাট্টা আমার ভাল লাগছে না।

(সমীরের প্রবেশ)

সমীর। [দরজার কাছে দাঁড়াইয়া] নমস্কার !

মল্লিকা। নমস্কার, আসুন ! আসুন ! ইউ আর্ জাষ্ট্ ইন্ টাইম।

সমীর। [বল্লিকাকে ভয়ে ভয়ে] নমস্কার !

বল্লিকা। [উদাস ভাবে] নমস্কার !

মল্লিকা। আসুন ! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন যে। বসুন !

সমীর। [বল্লিকাকে] বসবো কি ?

বল্লিকা। বসুন না, কে বারণ করছে আপনাকে ?

সমীর। আপনি একটু সাহস দিলেই বসতে পারি।

বল্লিকা। ন্যাখ্ তো দিদি, কি মুস্কিল্ ! আমি বল্লে তবে উনি বস্‌বেন নাকি !

মল্লিকা। আহা ! ও বেচারাকে আর লজ্জা দেবেন না।

সমীর। আচ্ছা তবে বসি। [বসিয়া] সে দিন থেকে আপনাকে দেখা অবধি— কি যে আমার হয়েছে, তা ভাষায় আমি গুছিয়ে বল্‌তে পারবো না। রাত্রে বারদশেক ঘুম ভেঙ্গে বিছানার ওপর উঠে বসি—ভয়ে ঘুমোতে পারিনা। চোখ বুজলেই দেখি একজোড়া কোমল হাত আমার পেছনে ধাওয়া করছে আমার গাল লক্ষ্য ক'রে।

মল্লিকা। ভারী মজা তো ! ও ঠিক এর উল্‌টো স্বপ্নটা দেখে যে !

আপনি দেখেন একজোড়া হাত আপনার গাল লক্ষ্য ক'রে ছুটে আসছে, আর ও দেখে একজোড়া গাল ক্রমাগত ওর হাত লক্ষ্য করে ছুটে আস্‌ছে মার খাবার লোভে। চমৎকার যোগাযোগ তো !

বল্লিকা। বড়দি, ভাল হবে না বল্‌ছি ! জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাগুলো বল্‌তে মুখে একটু আটকাচ্ছেনা তোর ?

সমীর। ও ! এগুলো তা'হলে বানিয়ে বল্‌ছেন ?

মল্লিকা। হ্যাঁ, আপনি দেখছি একটু লেট-এ বোঝেন !

বল্লিকা। বাজে কথা যাক। হঠাৎ কি বিশেষ দরকারে এই বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো শুনি ?

সমীর। ইয়ে—আপনার বাবার সঙ্গে একটু দরকার আছে।

বল্লিকা। কি দরকার ?

সমীর। মানে—আমার বিয়ের সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি কথা—

বল্লিকা। তা'হলে দিদির কপাল ফিরলো ?

সমীর। দিদি বা বোন যার কপালই ফিরুক, কোনটাতেই আমার আপত্তি নেই !

বল্লিকা। তার মানে ?

সমীর। তার মানে মৃগমাংস কিম্বা পক্ষীমাংস দুটোর একটাতেও আমার অরুচি নেই।

বল্লিকা। এযাত্রা মৃগমাংসই চলুক. এ পক্ষী ঈগল পক্ষী, কামড়ে দেবে।

সমীর। কামড় তো মনে করুন আগেই খেয়েছি !

(জীবনময়ের প্রবেশ, পিছনে সুহাস)

জীবন। মলি ! মলি ! এই যে মলি ! পাটনায় আমার যে মাসী থাকেন, এই ছেলেটি হচ্ছে তাঁরই পিসতুতো বোনঝির

ভাসুর পো ! এর নাম সুহাস ! অথচ মজা দেখ্, আমি ঠিক এরই ঠিকানার জন্যে কম্‌সে-কম্ আট দশখানা চিঠি দিয়েছি। কিন্তু ও বল্‌ছে, ও নাকি কলকাতাতেই থাকে। [হঠাৎ সমীরকে দেখিয়া] এই যে! আরে বাপু সেদিন তুমি না বলে কয়ে—তারপর ? আমার চিঠি পেয়েছিলে ?

সমীর। হ্যাঁ, চিঠি পেয়েই আস্‌ছি।

মল্লিকা। তাই উনি বল্‌তে এসেছেন,—দিদিকে বিয়ে ক'রতে ওঁর কোন অমত নেই।

জীবন। বাঃ! এই তো আমি চাইছিলুম! আর সুহাস বল্‌ছে তার, কোন অমত নেই। দুজনেরই যখন অমত নেই, তখন—ওঃ! কত কাজই যে সারতে হবে আমাকে এর মধ্যে। কার্ড ছাপানো, সকলকে বলা, মুস্‌কিলে পড়ে গেলাম দেখছি। তবে সুবিধে হচ্ছে, দুজনেরই সংসারে কেউ কোথাও নেই। কাজেই কোথায় আর যাবে ? থাকুক,—আমার কাছেই থাকুক। আর তা ছাড়া আমিও তো একলা—কী বলিস মলি ?

মল্লিকা। সে তো ঠিক কথা বাবা। তবে ওঁরা দুজনেই এখানে থাকলে, খরচের কথাটাও একবার ভেবে দেখছো তো ?

জীবন। খরচ ? ও, হ্যাঁ, খরচ তো হবেই! খরচ একটু বেশী তো হবেই! কি আর করা যাবে ? নিজের জামাই-মেয়ে, তারা তো আমার পর নয়। খরচ—দীনু! দীনু! দীননাথ !

দীননাথ। [নেপথ্যে] আজ্ঞে যাই।

(দীননাথের প্রবেশ)

জীবন। দীনু ! খরচের কথাটা কি একবার ভেবে দেখেছো ?

দীন। আজ্ঞে, কিসের ?

জীবন। তোমার ছেরাদ্দের। বেরো, বেরো বলছি !

দীন। আজ্ঞে এই বেরোলুম।

(প্রস্থান)

জীবন। আচ্ছা, আমি তাহলে ওপরে যাই। বাবা সমীর—বাবা সুহাস, তোমরা তাহলে ব'সে গল্প-সল্প কর, কোন রকম লজ্জা-টজ্জা করো না। আর হ্যাঁ, খাওয়া-দাওয়া করে তবে যেও। আর যাবেই বা কোথায় ছাই, তা সে—যেখানেই যাও, খেযে যেও।

সুহাস। দেখুন, আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি-—আমার মামাকে একবার জিগ্যেস করতে হবে। তাঁকে কথাটা জানিযে আমি আজই ফিরে আসবো।

জীবন। বেশ, তাই এসো ! ওসব ঝামেলা চুকিয়ে আসাই ভাল। আমার জামাই আমার কাছেই থাকবে ! ব্যস্ !

(প্রস্থান)

সুহাস। আচ্ছা, আসি নমস্কার। [প্রস্থান]

বল্লিকা। এসব কি কাণ্ড দিদি ! এরকম তো কোন কথা ছিল না।

মল্লিকা। তাইতো দেখছি।

বল্লিকা। [সমীরকে] আপনিই বা না বলে কয়ে হঠাৎ এসে হাজির হলেন কেন ?

সমীর। [পিছাইয়া] এগিয়ে আস্‌বেন না, অন্যায় স্বীকার করছি।

জীবন। (নেপথ্যে) চল্, হারামজাদা চল্, আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন !

(পল্লবের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে জীবনময়ের প্রবেশ)

জীবন। মলি, বেলি, আজ আমি ওকে জবাই করবো। তোমরা কেউ কিছু বল্‌তে পারবে না, তা আগেই বলে রাখছি।

মল্লিকা। কি হয়েছে বাবা?

জীবন। হারামজাদা বলে কি না, আমার চেহারা আর একজনের মত!

পল্লব। [কাঁদিতে কাঁদিতে] মাইরি বল্‌ছি দিদি, বাবার চেহারা ঠিক্ জন্ ব্যারিমুরের মত নয়?

জীবন। ওই শোন, আজ আমি ওকে কেটে গঙ্গাস্নান করে আস্‌বো।

সমীর। আচ্ছা, আপনি যান, আমি ওকে বুঝিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি। আসুন মিষ্টার ফ্রেডি বার্থলোমিও! আমার কাছে আসুন।

জীবন। দেখ চেষ্টা করে। শূয়ার কোথাকার! বলে কিনা আমার চেহারা আর একজনের মত!

(প্রস্থান)

পল্লব। আপনি আমাকে ফ্রেডি বার্থলোমিও বল্‌লেন যে মিষ্টার র‍্যামন্ নোভারো। আমার চেহারা কি---

সমীর। অবিকল সেই রকম।

পল্লব। ওঃ কী মজা! আচ্ছা, আপনি কি খাবেন তাই বলুন!

মল্লিকা। ওপরে যা। সেটা আমরা ওপরে গিয়ে বল্‌ছি।

পল্লব। আচ্ছা, তবে এস। ওঃ আমার চেহারা কি না—

(প্রস্থান)

মল্লিকা। [গলায় জোর দিয়া] চলুন!

সমীর। চলুন। কিন্তু সুহাসবাবুর এ্যাটিচুড্‌টা আমার ভাল

লাগলো না। মনে হচ্ছে উনি আর ফিরে আস্‌বেন না।

মল্লিকা। নাই বা এলেন। আসুন।

(তিন জনের প্রস্থান)

(একটু পরে জীবনময় ও দীননাথের প্রবেশ)

জীবন। দীনু!

দীন। আজ্ঞে!

জীবন। কি রকম বুঝছো?

দীন। আজ্ঞে মন্দ নয়।

জীবন। খরচ-পত্র খুবই হবে—কি বল?

দীন। আজ্ঞে তা, খুবই হবে। মেয়ের বিয়ে।

জীবন। এঃ! সব কটা দাঁত যে একেবারে বেরিয়ে প'ড়লো! আমার খরচ হ'লে—তোমার খুব আনন্দ হয়—না?

দীন। আজ্ঞে না!

জীবন। কেন হয় না? আমার মেয়ের বিয়েতে যদি দু'চার পয়সা খরচ করি—তোমার তাতে দুঃখ হবার কারণটা কি হে বাপু? বলি, পয়সা কি তোমার ট্যাঁক্ থেকে যায়?

দীন। আজ্ঞে না।

জীবন। তবে? হতভাগা, পাজী! চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি? যাক্—ওদের জল খাবার এনেছ?

দীন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

জীবন। কি আন্‌লে?

দীন। আজ্ঞে, একসের রাবড়ি, দু'সের দই।

জীবন। আরে সর্ব্বনাশ! ক'রেছো কি! একসের রাবড়ি—দু'সের দই! খেলে, খেলে দীননাথ, খেলে আমাকে

তুমি। ওরে বাপ্‌রে! একসের বাবড়ি, দু'সের দই—একাসেব—

[প্রস্থান]

দীন। আর দু'টাকার রসগোল্লাও যে এনেছি বাবু।

[বলিতে বলিতে দীননাথও উর্দ্ধশ্বাসে জীবনময়ের পিছন পিছন ছুটিল]

[কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে একটি লোক আসিয়া ডাকিতে লাগিল। 'বাড়ীতে কে আছেন ?' মল্লিকা বাহির হইয়া আসিল]

মল্লিকা। কাকে চাও ?

লোক। জীবনময় বাবুকে।

মল্লিকা। কেন বলুন তো ?

লোক। সুহাস বাবু তাঁকে একখানি চিঠি দিয়েছেন। নমস্কার !

[এই বলিয়া লোকটি মল্লিকার হাতে চিঠি দিয়া চলিয়া গেল। চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে মল্লিকার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। বল্লিকা প্রবেশ করিয়া ডাকিল]

বল্লিকা। দিদি। সমীর বাবু তোকে একবার—কার চিঠি দিদি ?

মল্লিকা। সুহাস বাবুর। বাবাকে লিখেছেন।

বল্লিকা। কি লিখেছেন ?

মল্লিকা। আমাদের কাককেই বিয়ে করতে পারবেন না, এবং কোন ভদ্রলোকের ছেলেই এ বিয়েতে রাজী হবে না। অতএব এমন মেয়ে যার, তার আত্মহত্যা করাই ভাল।

বল্লিকা। যাঃ! তুই ঠাট্টা করছিস ?

মল্লিকা। পড়ে দেখ।

(বল্লিকাও চিঠি পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
মল্লিকা ম্লান হাসিয়া বলিল)

মল্লিকা। এই নিয়ে ক'বার হলো জানিস্ বেলি ? আটবার। আট বার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে, আর আট বারই পাড়ার লোক তা ভেঙ্গে দিয়েছে। সুহাসবাবু ভাল সাজেস্-শান্ই দিয়েছেন বেলি—হয়তো সত্যি আমাদের বিষ খেয়ে মরাই উচিত।

বল্লিকা। ছিঃ! কি বল্‌ছিস্ দিদি ?

মল্লিকা। সত্যি বলছি বেলি। এই বিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। ছি ছি—বার বার ওদের সাম্‌নে বার হওয়া—বার বার গান শোনানো। যাচাই করার আর যেন শেষ নেই। তুই সমীর বাবুকে বিয়ে কর। আমার বিয়ের কথা তোরা কেউ ভাবিসনে।

(হঠাৎ নেপথ্যে জীবনময়ের হাসির শব্দ শোনা গেল)

জীবন। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! জানিস্ মলি, এ ছোক্‌রা পাগল নির্ঘাৎ! এই যে সমর মুখো—না কি! সমীর বল্‌ছে তুইও নাকি একে চিনিস বেলি ?

বল্লিকা। সমর মুখো! না বাবা, আমি তো চিনিনে!

জীবন। বারে! সমীর যে বল্‌লে, একদিন সিনেমা থেকে ফির্‌তে—পথে তোদের নাকি খুব ঝগড়া হয়!

বল্লিকা। সিনেমা থেকে ফিরতে আমার সঙ্গে ঝগড়া—ও! হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কেন ? কি করেছেন তিনি ?

জীবন। করবে আবার কি ? 'বিধবা বিবাহ করিতে চাই' বলে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। লিখেছে—"বিধবা বিবাহ না করিলে মামার সম্পত্তি পাইব না, অতএব প্রায়

কুমারীর মত একটি বিধবা পাত্রী আবশ্যক।" হাঃ হাঃ হাঃ! ওকি! মলি, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কি হয়েছে!

মল্লিকা। সুহাস বাবু তোমাকে চিঠি লিখেছেন বিয়ে করতে পারবেন না বলে।

জীবন। কই দেখি চিঠি?

(মল্লিকার হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন)

জীবন। হুঁ। শুধু বিয়ে করবোনাই নয়, আমাকেও উপদেশ দিয়েছে আত্মহত্যা করতে। আত্মহত্যা অবিশ্যি আমি করবো না—বাংলা দেশের মেয়ের বাপেরা অত বোকা নয়! কিন্তু জানিনা তোদের জন্য আরও কত দুর্গতি আমার কপালে আছে।

(ধীরে ধীরে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। মল্লিকাও তাহার পিছনে গেল। মল্লিকা হঠাৎ মাটি হইতে বাপের ফেলিয়া যাওয়া কাগজখানি তুলিয়া লইয়া বিজ্ঞাপনটি পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখ চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বেশ বোঝা গেল সে যেন কি একটা মতলব আঁটিতেছে। হঠাৎ সে কাগজের একটি অংশ ছিঁড়িয়া ব্লাউজের মধ্যে রাখিয়া দিয়া ডাকিল)

মল্লিকা। পলি! পলি!

(পল্লবের প্রবেশ)

পল্লব। দিদি কি আমায় ডাকছো?

মল্লিকা। হ্যাঁ শোন্। আমি একটু বাইরে বেরুচ্ছি। ফিরতে হয়তো ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টাদুয়েক দেরী হবে। বাবা যদি এর মধ্যে খোঁজ করেন তো বলিস্—কি বল্বি?

পল্লব। কি বলবো ?

মল্লিকা। কি বলবি, তাইতো জিজ্ঞেস করছি !

পল্লব। সিনেমায় গেছো বলবো ?

মল্লিকা। আরে-না না। বলিস্ যে আমি আমাদের প্রফেসারের বাড়ীতে গেছি। অবিশ্যি পথে পাঁচ মিনিটের জন্য আমার এক বন্ধুর বাড়ীতেও যেতে হবে, দরকার আছে। তা—সে কথা তোর বলবার দরকার নেই, তুই বলিস্ আমি প্রফেসারের বাড়িতে গেছি—বুঝলি ?

পল্লব। আচ্ছা।

(মল্লিকা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। পল্লব ভিতরে প্রস্থান করিবে, এমন সময় বল্লিকা প্রবেশ করিল)

বল্লিকা। দিদি ! পলি, দিদি কইরে ?

পল্লব। প্রফেসরের বাড়ীতে গেছে। [প্রস্থান]

বল্লিকা। প্রফেসরের বাড়ীতে গেছে ! তাই তো !

(হঠাৎ তাহার নজর পড়িল কাগজের দিকে, তুলিয়া দেখিল তাহার একটি অংশ কে যেন ছিঁড়িয়া লইয়াছে)

বল্লিকা। প্রফেসরের বাড়ীতে গেছে ! তাই তো !

(বসিয়া পড়িল। দীননাথ প্রবেশ করিল)

দীন। বড়দিমণি তোমাকে যে,—একি ! বড়দিমণি কোথায় ?

(প্রস্থান)

বল্লিকা। প্রফেসরের বাড়ীতে গেছে।

দীন। ও।

জীবন। [নেপথ্যে] দীনু ! দীনু ! দীননাথ !

(হুঁকা হাতে জীবনময়ের প্রবেশ)

জীবন। কোথায় গেল সব ? আমি যে একঘণ্টা থেকে ডাকাডাকি--

দীন । প্রফেশ্যানের বাড়ীতে গেছে ।

জীবন । প্রফেশ্যানের বাড়ীতে গেছে । কে ?

দীন । এঁ্যা ?

জীবন । কে গেছে ?

দীনু । তাইতো ! তাহ'লে বোধ হয় আমি !

(প্রস্থান করিল)

জীবন । কি একটা পাগলের মত কথা বলে গেল, কিছুই তো বুঝতে পারলাম না ! বেলি ! বেলি !

বল্লিকা । (নেপথ্যে) যাচ্ছি ।

(বল্লিকার প্রবেশ)

বল্লিকা । কী বাবা ?

জীবন । দীনু বলে গেল—প্রফেশ্যানের বাড়ীতে গেছে—ব্যাপারটা কি ?

বল্লিকা । প্রফেসরের বাড়ীতে গেছে ।

জীবন । কে গেল ?

বল্লিকা । দিদি ।

জীবন । ও !

(হুঁকা টানিতে লাগিল)

জীবন । বেলি ।

বল্লিকা । কী বাবা ?

জীবন । আমি এখন কী করি একটু বল্ দেখি মা ! সুহাস ছোকরা তো সাংঘাতিক । দেখে চোখ গিয়ে লিখে পাঠালে—বিয়েতে মত নেই । সমীর কোথায় ?

বল্লিকা । ওপরে পলির সঙ্গে কথা কইছে ।

জীবন। সেও সুহাসের মতো সট্‌কাবে না তো ?

বল্লিকা। কি জানি !

জীবন। হুঁ ! কিছুই বলা যায় না। এসব গোঁয়ারদের মোটে বিশ্বাস নেই।

বল্লিকা। তুমি একবার ওঁকে ডেকে মুখোমুখি জিগ্যেস ক'রে নাও না বাবা, তাহ'লেই তো গোলমাল চুকে যায়।

জীবন। আমিই জিগ্যেস করবো বলছিস ? হ্যাঁরে, সেটা কি ভাল হবে ? হাজার হোক আমি বাপ তো—

বল্লিকা। মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে বাপ কথা না কইলে কি মা কথা কইবে বাবা

জীবন। হ্যাঁ —জানি। বাপই কথা কয় বটে। কিন্তু যে সব বাপ পারে, তারা শুধু বাপ নয়—বাপ্‌রে বাপ্‌ ! আর আমি হলাম শুধু বাপ্‌। আচ্ছা বলছিস যখন, তখন সমীরকে না হয় একবার—দাঁড়া ! অমনি চললি যে ! একটু ভেবে চিন্তেই না হয় দেখা যাক্‌। নাঃ, মলিটা এ সময় থাকলে কাজ হতো। তা' থাকবে কেন ? উপকার হবে যে ! যত —সব —

বল্লিকা। তাহ'লে কী করবো বাবা বলো ? আনব ডেকে ?

জীবন। আনো। না এনে যখন উপায় নেই। তখন—যত সব ! (বল্লিকার প্রস্থান) দীনু ! দীনু !

দীননাথ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই।

[দীনুর প্রবেশ]

জীবন। কোথায় আলে-ডালে ঘুরে বেড়াও ? বাড়ীর কাজ কর্ম্মতো আগেই বন্ধ করেছ—এখন সার হয়েছে খাওয়া আর ঘুমুনো !

দীন। আজ্ঞে আমি—

জীবন। এখানে থাকো ; আমার কাছে কাছে। আমি আজ বিশেষ ভাল নেই। কেন ? আমাকে দেখে সে কথা বুঝতে পারছো না ?

দীন। আজ্ঞে না।

জীবন। তা পারবে কেন ? উপকার হবে যে ! কেবল গিলতে পারো কাঁড়ি কাঁড়ি ; হতভাগা পাজী নচ্ছার কোথাকার।

[সমীর, মল্লিকা ও পল্লব প্রবেশ করিল]

মল্লিকা। বাবা। এই যে উনি এসেছেন !

জীবন। এস বাবা এস। তুমি তাহ'লে আজ থেকে এখানেই থাকবে তো ?

সমীর। আজ্ঞে হ্যাঁ। মেসে থাকি, আসবাব পত্রও তেমন কিছু নেই। এক সময় সুটকেশটা নিয়ে এলেই চলবে।

পলি। তার চেয়ে এখনই চলুন না, আপনি-আমি গিয়ে সুটকেশটাও নিয়ে আসি, আর আসবার সময় অমনি রূপবাণীতে—

জীবন। তুই থামবি ?

পলি। থামলুম।

সমীর। তাহ'লে পলি আর আমি গিয়ে সুটকেশটা নিয়ে আসি ?

জীবন। ওরে বাবা, না-না, আজকে আর তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই। এখানেই খাওয়া দাওয়া করো, গান বাজনা করো—কোন বাধা নেই। তাহ'লে মল্লিকাকে বিয়ে করতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো বাবাজী ?

সমীর। আজ্ঞে—

জীবন। হ্যাঁ। মেয়েতো তুমি স্বচক্ষেই দেখেছ—রূপে গুণে যাকে বলে একেবারে লক্ষ্মী সরস্বতী।

সমীর। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে—

জীবন। তবে টাকাকড়ির কথা বলছো? হ্যাঁ, তা দেব বৈকি—নিশ্চয় দেব। আমার যা সাধ্য তা আমি অবশ্যই দেব। দীনু।

দীনু। আজ্ঞে!

জীবন। পাঁজী।

[দীনু শুনিল 'পাজী' সে দাঁড়াইয়া রহিল]

তুমি আর অমত কারোনা বাবা।

সমীর। আজ্ঞে না—আমি তা বলছি না। আমি যা বলছি—

জীবন। তুমি যা বলছো—দীনু!

দীনু। আজ্ঞে।

জীবন। পাঁজী!

[দীনু শুনিল পাজী সে দাঁড়াইয়া রহিল]

তুমি যা বলছো—আমি বুঝেছি বাবা। তুমি বলছো দেনা পাওনার—

সমীর। আজ্ঞে না। আমি বলছি আমি মল্লিকাকে নয়—বল্লিকাকে বিয়ে করতে চাই।

জীবন। এ্যাঁ! (দীনুকে) ওর হতভাগা একটা পাঁজী আনতে বললাম যে।

দীনু। পাঁজী। আমি শুনলাম "পাজী—পাজী"! ওসব তো হ'ল আমার অঙ্গের ভূষণ তাই দাঁড়িয়ে ছেলাম।

জীবন। বেশ করেছিলে এখন যাও।

[দীনুর প্রস্থান]

তুমি এসব কী বলছো হে ছোকরা ? বেলিকে তুমি [বেলির দিকে চাহিতেই সে মাথা নীচু করিল]—অ ! তাহ'লে মলিটিকে আমি থোব কোথায় ? বড়টি রইল পড়ে—আর ছোটটি—[সমীরের দিকে চাহিতেই সে মাথা নামাইল] অ !·· আচ্ছা !

(প্রস্থান)

পলি । বাবা ! কী রকম পোজ্ খানা নিয়ে Exit দিলে—দেখলেন ? ঠিক যেন চার্লস লটন !···বাবা যদি সিনেমায় নামতো, তবে এ্যাদ্দিনে খুব বড় এ্যাক্টার হতো !

(প্রস্থান)

বল্লিকা । তোমার লজ্জা করলো না ?

সমীর । লজ্জা ক'রে এই রত্ন কে হারাবে ?

বল্লিকা । ফ্ল্যাটারার ।

সমীর । বিশ্বাস করো ফ্ল্যাটারী করছি না—এটা আমার অন্তরের কথা । চড় সেদিন শুধু গালেই লাগেনি—বুকেও লেগেছিল '

[চিবুক ধরিল]

[দীন সশব্দে ঢুকিয়া বলিল] পাঁজী । [তারপর আদর-আদান-প্রদানরত বেলী ও সমীরের দিকে চাহিয়া বলিল] এঃ । তাই-তো ।

[ছুটিয়া পলাইল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সমর সুখোর ড্রয়িং রুম চমৎকার সাজানো। দেখিলেই মনে হয় বড় লোকের বাড়ী। সমর কতকগুলি চিঠি দেখিতেছিল, হঠাৎ সে চিঠিগুলি ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল]

সমর। ড্যাম্ ইট—ড্যাম্ ইট! আড়াই হাজারের ওপর দরখাস্ত এলো, অথচ একটা বিবাহযোগ্য বিধবা পাওয়া গেল না। বাংলা দেশটা দিনে দিনে হচ্ছে কি? ম্যানেজার! ম্যানেজার!

[ম্যানেজার সুরেশ সরকার প্রবেশ করিল]

সুরেশ। কি বলছেন স্যার?

সমর। বলছিলাম, কিছুই ম্যানেজ করতে পারছেন না, কি রকম ম্যানেজার আপ্নি? আজ পনেরো দিনের ওপর হ'য়ে গেল বিজ্ঞাপন দিয়েছি—বিধবা কোথায়?

সুরেশ। আমার জানাশোনা তো কোন বিধবা নেই স্যার। এ্যাপ্লিকেশান্ যারা পাঠাচ্ছে, তাদের কথাই আপনাকে বলেছি।

সমর। কিন্তু আমি যে এদিকে পাগল হয়ে গেলাম। পাগলা মামা উইল করে গেছেন—বিধবা বিবাহ না করলে আমি এ সম্পত্তি পাবো না। এখন বিধবা আমি কোথায় পাই—বলুন তো?

সুরেশ। উতলা হবেন না স্যার—

সমর । উতলা হবোনা ! বলি এতেও যদি উতলা না হই, তবে আর উতলা হবো কিসে ? আই, এ, ফেল করে করছিলাম ট্রাম কন্‌ডাকটারী—পেলাম মামার লাখো টাকার সম্পত্তি,— অথচ বিধবা বিবাহ না করলে সে সম্পত্তি পাকাল মাছের মত হাত থেকে ফস্‌কে যাবে, আজও যদি উতলা না হই, তবে আর কবে হবো ম্যানেজার বাবু ?

সুরেশ । দেখাত যাক না স্যার । লোকজন তো রোজই আসছে, আজও এসেছে পাঁচ সাত জন । কথাবার্ত্তা কয়ে দেখুন যদি এদের মধ্যে থেকে হয়ে যায় ভাল, না হয় অন্য ব্যবস্থা করা যাবে ।

সমর । বেশ !

সুরেশ । আচ্ছা স্যার, একটা কথা জিগ্যেস করবো ?

সমর । করুন ।

সুরেশ । আপনি কিছু মনে করবেন না তো ?

সমর । না, করবো না ।

সুরেশ । আচ্ছা আপনার মামা বিধবা বিবাহের এত পক্ষপাতী ছিলেন, অথচ নিজে তিনি বিধবা বিবাহ করেননি কেন ?

সমর । চান্‌স্ পাননি !

সুরেশ । আজ্ঞে ?

সমর । বলছি যে চান্‌স পাননি । নবছর বয়সে যাকে ঘরে এনেছিলেন তিনি স্বামী মারা যাবার পরেও ন'বছর বেঁচে ছিলেন । পাছে মৃত স্বামী পুনর্জ্জীবিত হ'য়ে বিধবা বিবাহ করে ফেলে, এই ভয়ে তিনি খামোখা আরও ন'বছর জীবন ধারণ করেছিলেন ।

সুরেশ। ও !

সমর। তাই ভারটা ক্রমে মাতুলের মাথা থেকে এই বাতুলের মাথায় এসে পড়েছে। যান্—নীচে যাঁরা অপেক্ষা করছেন, তাঁদের এক এক করে পাঠিয়ে দিন্‌গে যান। লক্ষ্য রাখবেন পাঁচ মিনিটের বেশী কেউ যেন আমায় বিরক্ত না করে।

সুরেশ। আচ্ছা স্যার !

[সুরেশ চলিয়া গেলে, সমর একখানি খবরের কাগজ খুলিয়া দরজার দিকে পিছন করিয়া বিজ্ঞের মত পোজ্ লইয়া বসিল। যেন সে সংবাদপত্র পাঠে তন্ময় হইয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে নিঃশব্দ পদে একটি তরুণী প্রবেশ করিয়া চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল

তরুণী। গুড্ ইভ্‌নিং, স্যার !

সমর। গুড্ ইভ্‌নিং, টেক্ ইওর সিট্ প্লিজ !

[তরুণী একটি চেয়ারে বসিল। মুখ না ঘুরাইয়া সমর প্রশ্ন করিল]

সমর। কি আপনার নাম ?

তরুণী। মালবিকা মালাকর।

সমর। মালাকর ?

তরুণী। ইয়েস্।

সমর। আপ্‌নি ভুল করেছেন ! আমি মুখোপাধ্যায়।

তরুণী। তাতে কি হয়েছে ?

সমর। তাতে কি হয়েছে মানে ? বলি, বিয়ে করতে হবে তো ?

তরুণী। তাতো হবেই !

সমর। তবে ? মুখুজ্যের সঙ্গে মালাকরের বিয়ে হবে নাকি ?

তরুণী। হোয়াই নট্?

সমর। হোয়াই নট্ মানে? যা-তা একটা বল্লেই হ'ল!

তরুণী। কিন্তু মনে রাখবেন—আমার মত মেয়ে আপ্নি চট্ করে পাবেন না। আমার কত গুণ আছে জানেন? নাচ দেখ্তে চান? নাচ্? [চট করিয়া একপাক নাচিয়া লইল] এর নাম হলো হাওয়াইয়ান ড্যান্স্। বুঝতে পেরেছেন?

সমর। নাচ দেখে আর কি হবে বলুন? মূলেই যে হা ভাত করেছেন মালাকর বলে।

তরুণী। গান শুনতে চান—গান?

সমর। না—না থাক্, আমার—

তরুণী। তা হবে না। গান আপনাকে শুনতেই হবে।

[এই বলিয়া গান সুরু করিয়া দিল]

গান

প্রিয় কেমনে ডাকি	নিশা বেদনা ভরা
তারা সুদূরে অতি	আলো যায়না ধরা॥
কাঁদে নিশীথ রাতি	চাহি একটি বাতি
ওগো সুদূর সাথী	দাও দাওনা ধরা॥

কি রকম মনে হচ্ছে আমাকে?

সমর। মনে যা হচ্ছে, তা মনে মনেই থাক্। ইয়ে—আপ্নি বিধবা হয়েছেন কদ্দিন?

তরুণী। বিধবা মানে? আমি তো বিয়েই করিনি!

সমর। এই মরেছে! তবে এখানে আস্তে আপনাকে কে বল্লে? আমি তো বিধবা বিয়ে করতে চাই!

তরুণী। তাই নাকি?

সমর। নয়তো কি?

তরুণী। মাই গুড্‌নেস্! আমি ভেবেছিলাম—আচ্ছা এক কাজ করবো ?

সমর। কি বলুন ?

তরুণী। দু'চারদিনের মধ্যে একটা লোককে বিয়ে করে—চট্ করে তাকে poison ক'রে দিয়ে চলে আস্‌বো ?

সমর। কি ভয়ানক ! এ রকম বিধবা নিয়ে আমি কি করবো ? আমি একটি গুণী বিধবা চাই, খুনী বিধবা চাই না !

তরুণী। আই সি ! তাহ'লে দু'চার দিনের মধ্যে কি করে বিধবা হওয়া যায়—বলুন তো ?

সমর। কি সাংঘাতিক ! দেখুন আজ আমি বড্ড ব্যস্ত আছি—অন্য সময় এলে হয় না ?

তরুণী। দ্যাট্‌স্ অল্ রাইট ! আমি অন্য সময়েই আস্‌বো। কিন্তু এর মধ্যে আপ্‌নি আমাকে ভুলে যাবেন না তো ?

সমর। না—না, ভুলবো কেন ?

তরুণী। যদি ভোলেন, তাহলে আমি কিন্তু আপনাকে ভুলবো না, এই দেখুন !

[বস্ত্রের নীচে হইতে ছোরা বাহির করিয়া দেখাইল, সমর চমকাইয়া উঠিল]

তরুণী। দেখলেন তো ?

সমর। হ্যাঁ।

তরুণী। মনে থাকে যেন ! আমি দু'চার দিনের মধ্যেই বিধবা হয়ে ফিরে আস্‌ছি !

সমর। আচ্ছা !

তরুণী। গুড্‌বাই !

[তরুণী চলিয়া গেল। সমর চেঁচাইতে লাগিল]

সমর। দুষমন্ সিং ! এই দুষমন্ সিং !!

(প্রবেশ করিল রোগা লিক্‌লিকে প্রকাণ্ড গোঁফওয়ালা দরওয়ান)

সমর। কোথায় থ্যাকৃতা হায় ?

দুষমণ। হাম্‌তো উঁহি বারান্দাপর খাড়া হ্যায় হুজুর !

সমর। বারান্দাপর কেন ? ঘরের মধ্যে যদি জীবনই চলে যাতা হ্যায়, তবে দরোয়ান হ্যায় কি করতে ?

দুষমণ। ক্যা হুয়া হুজুর ?

সমর। ছোরাছুরি কা কারবার চল্‌তা হ্যায়, আবার ক্যাহুয়া ? তুমি এই ঘরমে থাকো !

দুষমণ। বহুৎ খুব মালিক !

সমর। বাবাঃ ! বুকের মধ্যে এখনও ধড়্‌ফড়, ধড়্‌ফড়্ করতা হ্যায়।

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। আর একজনকে কি পাঠিয়ে দেব স্যার ?

সমর। দাঁড়ান মশায়, দম্ নিতে দিন। এখনি একজন এসে হাওয়াইয়ান নাচ—আর দাওয়াইয়ান্ ছোরা দেখিয়ে গেল ! দেখুন যে দ্রব্যগুলি ওদিক থেকে ছাড়বেন, একটু দেখে শুনে ছাড়বেন। পাগল-ছাগল-যা হোক্-একটা পাঠিয়ে দিলেই তো হল না।

সুরেশ। আচ্ছা স্যার।

(সুরেশ চলিয়া যাইতেই— সমর আবার কাগজ লইয়া পোজ করিয়া বসিল। কুণ্ঠিত পদে একটি তরুণ প্রবেশ করিল)

তরুণ। নমস্কার স্যার !

সমর। নমস্কার। আপনি কতদিন বিধবা হয়েছেন ?

তরুণ। আমায় বল্‌ছেন ?

সমর। হ্যাঁ। বল্‌ছি, আপনার স্বামী কতদিন মারা গেছেন ?

তরুণ। আমার স্বামী !

সমর। হ্যাঁ।

তরুণ। আমার কেন স্বামী থাক্‌বে ?

সমর। কেন থাক্‌বে তা আমি কি করে বল্‌বো ? তবে স্বামী থাকা চাই, এবং থেকে মরা চাই। নইলে আপনার সঙ্গে তো আমার বিবাহ হতে পারে না !

তরুণ। আমার সঙ্গে কেন হবে ?

সমর। তবে কার সঙ্গে—[ফিরিয়া দেখিয়া গম্ভীর গলায়] কী চাই ?

তরুণ। আপনাকেই চাই। আপনিইতো বিধবা বিবাহ করতে চান্ ?

সমর। তাতো চাই, কিন্তু—

তরুণ। আমার একটি কাজিন্—

সমর। তাই বলুন আপনার কাজিন্ !

তরুণ। হ্যাঁ, সম্প্রতি সে বিধবা হয়েছে কি না, তাই—

সমর। তা তাঁর অভিভাবকরা এলেন না কেন ? আপনার সঙ্গে এ বিষয়ে কী কথা বল্‌বো ?

তরুণ। তাহলে ব্যাপারটা আপনাকে খুলে বলি শুনুন। আমার এই কাজিনের সৎমা তার ওপর খুব নির্যাতন করতেন্ বলে আমি ওকে নিজের কাছে নিয়ে এসে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকি। তারপর তার বিয়ে দিই। স্বামী স্ত্রী আমার কাছেই থাক্‌তো। আজ কয়েক দিন হল ভদ্রলোক মারা গেছেন !

সমর। মারা গেছেন, না পাগল হয়ে গেছেন ?

তরুণ। না মারাই গেছেন।

সমর। তাহলে বিয়ে দেবার কর্ত্তা আপনি নিজে ?

তরুণ। হ্যাঁ।

সমর। আপনি কি করেন ?

তরুণ। আগে মার্চ্চেণ্ট আফিসে চাকরি করতাম, কয়েকদিন হ'ল চাকরীটি গেছে। তাই ভাবছি—পশ্চিমের দিকে একবার যাব—যদি কিছু পাই।

সমর। তাই যাবার আগে কাজিনটিকে বিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হতে চান ?

তরুণ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সমর। কি নাম আপনার কাজিনের ?

তরুণ। কুমারী প্রীতি—।

সমর। ও ! কিন্তু আপনার আসতে একটু লেট্ হয়েছে—মানে আমার পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

তরুণ। সে কি ! তবে যে আমি শুনেছিলাম—

সমর। ভুল শুনেছিলেন।

তরুণ। দেন্ আই এ্যাম সরি !

সমর। গুড্ বাই।

তরুণ। গুড্ বাই।

(তরুণের প্রস্থানের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিলেন একজন বর্ষিয়সী মহিলা। হাতে ব্যাগ, পরিপাটিরূপে মুখখানি প্রসাধিত)

মহিলা। নমস্কার ! বসতে পারি কি ?

সমর। [না চাহিয়া] নমস্কার ! স্বচ্ছন্দে।

মহিলা। [বসিয়া] শুনলাম্ আপনার হিতব্রতের কথা। জগতের

কল্যাণের জন্য আপনি যে ত্যাগ স্বীকার করলেন—তা সত্যিই অতুলনীয়। আপনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ।

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিলা। এই বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামতটা জানতে পারি কি ?

সমর। নিজস্ব মতামত হচ্ছে—যে বিধবাটিকে আমি বিবাহ করবো—সে কুমারী কি সধবা হবে না, খাঁটি বিধবাই হবে।

মহিলা। চমৎকার! ঠিক এই কথা কটিই আমি শুনতে চাইছিলাম। এবার সরল মনে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পারি ?

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ!

মহিলা। কবে যে বাংলা দেশের প্রত্যেকটি লোক আপনার আদর্শকে মেনে নেবে, আমি শুধু সেই দিনের প্রতীক্ষা করে আছি।

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

মহিলা। শুধু বিবাহ করলেই তো হলো না। চিন্তা করে দেখতে হবে, যে আসবে স্ত্রীর অধিকার নিয়ে, তার ভেতরে থাকা চাই স্ত্রীর সেবা, মায়ের স্নেহ, আর মেয়ের পবিত্রতা। এই তিনটি গুণ যে মেয়ের মধ্যে আছে—সেই হবে যথার্থ সহধর্ম্মিণী।

সমর। তা তো বটেই। ইয়ে—আপনার মেয়েটির বয়স কত ?

মহিলা। আমার মেয়ে!

সমর। হ্যাঁ, যার কথা বলছেন, যাঁর মধ্যে ওই তিনটে গুণই আছে ?

মহিলা। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না মিঃ মুখার্জ্জি। আমার তো মেয়ে নেই !

সমর। তবে ? হাতে আছে বুঝি ?

মহিলা। না, হাতেও তো মেয়ে নেই !

সমর। তবে কোথায় আছে সেই মেয়ে ? হাতেও নেই, পাতেও নেই—এমন মেয়ের কথা আপনি বল্লেনই বা কেন ?

মহিলা। আমি আমার নিজের কথাই বল্‌ছি।

[সমর বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিয়া মহিলাটির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি বলিয়া চলিলেন]

মহিলা। ঠিক এই জন্যেই আমি নিজে উপযাচক হয়ে এই ভার নিতে এসেছি। হাতে অনেকগুলো টাকা পেয়েছেন সেগুলো বাজে খরচ না হয়—সেটাও দেখতে হবে তো ?

সমর। আপনি কেলেঙ্কারী করলেন্ দেখছি ?

মহিলা। কেলেঙ্কারী ?

সমর। কেলেঙ্কারী মানে—একটু আগেই যে ছেলেটি এসেছিল ইণ্টারভিউ দিতে, তার কাজিনের জন্য আমি ওয়ার্ড দিয়ে ফেলেছি।

মহিলা। গুড্ হেভ্‌ন্‌স্ ! তবে ?

সমর। এখন আর কোন উপায় নেই। নইলে আপনাকে পাওয়া আমার পূর্ব্ব-জন্মের সুকৃতি। এক জন্মের তপস্যায় এ রত্ন তো মেলে না। এর জন্যে জন্ম জন্ম অপেক্ষা করতে হয়। ইস্ ! একটু আগে জান্‌তে পারলে— ! আমার দুর্ভাগ্য ! পেয়েও হারালুম !

মহিলা। যাক্—তাতে কি হয়েছে ? আপনি বিচলিত হবেন না। করুন, আপনি ওই কাজিন্‌কেই বিয়ে করুন। এই

আমার কার্ড রইল। মানুষের মরা বাঁচার কথাতো কিছু বলা যায় না, যদিই পরে আবার দরকার হয়—আচ্ছা নমস্কার !

সমর। নমস্কার !

[মহিলাটি চলিয়া যাইতেই সমর চীৎকার করিয়া উঠিল]

সমর। আমি পাগল হয়ে যাবো, নিশ্চয় পাগল হ'যে যাবো। এই দুষমন সিং। বোলাও—জল্‌দি ম্যানেজার বাবুকে বোলাও ! হাম বিধবা বিবাহ নেই করেগা। সম্পত্তি নেই মাংতা হায়। দৌড়ে যাকে —লোক পাঠানো বন্ধ কর দেও হাম বিধবা বিবাহ নেই করেগা।

[হঠাৎ কাসিতে কাসিতে এক অশীতিপর বৃদ্ধ ও তাহার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী প্রবেশ করিল]

বৃদ্ধ। অনর্থক চেঁচামেচি করোনা বাবা ! [কাসি] ওতে বায়ু পিত্ত কফ তিনটেই কুপিত হয়। রোজ সকালে ত্রিফলার জলটা ঠিক খেয়ে যেয়ো [কাসি] নব্বুইএর এদিকে আর দেখ্‌তে হবে না। বোসো গো—বোসো ! [কাসি] এরা সব হ'ল জাতির গৌরব—নাম করলে দিন ভাল যায়। [কাসি]

সমর। আপনার আবার কি চাই ?

বৃদ্ধ। সকলেই যা চাইছে—আমিও তাই চাই। [কাসি] এতে তোমার কল্যাণ হবে—দেখে নিও বাবা।

সমর। ঘরে বিধবা আছে বুঝি ?

বৃদ্ধ। নেই, তবে--[কাসি] হবে, শীগ্‌গিরই হবে ! [কাসি]

সমর। শুনুন, আমি স্থির করেছি বিধবা বিবাহ করবো না।

বৃদ্ধ। ভাল কাজ করেছো। অস্থির হয়ে কোন কাজই করা

উচিত নয়। [কাসি] দেখছোত—দেশে কুমারী মেয়েরই বিয়ে হচ্ছে না, তারপর তোমরা যদি বিধবা বিবাহের ঝোঁক ধরো [কাসি] তাহলে সর্ব্বনাশের কিছু কি আর বাকী থাকবে? [কাসি]

৪র্থ স্ত্রী। আ মর্! এসেই ধানাই পানাই সুরু করলে! এ সব শিবের গীত গাইতে তোমায় কে বললে? কাজের কথাটা বলে ফেলনা!

সমর। কাজের কথা কি?

বৃদ্ধ। বলি, কাজের কথা বলি। [কাসি] বলছিলাম কি যদি সত্যই বিধবা বিবাহ করতে চাও, তবে আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো।

সমর। অর্থাৎ—

বৃদ্ধ। অর্থাৎ—আমি আর বেশী দিন নেই, আমি গত হলে তুমি এঁকে—

সমর। মাই গড্!

স্ত্রী। আ মর্! তুমি তো গত হচ্ছো সেই বিয়ের পরদিন থেকেই।

বৃদ্ধ। [কাসি] চতুর্থ পক্ষে দার পরিগ্রহ করা আমার অনুচিত হয়েছে—সে কথা অবশ্য সত্য! [কাসি] কিন্তু তাই বলে তুমি ভেসে না যাও—সেটাও তো আমায় দেখতে হবে!

স্ত্রী। আর দেখছো! [চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে লাগিল]

সমর। আরে ছি ছি, এসব কি ভাজাল বল দিকিনি! দেখুন! শুনছেন্? আপনারা এখন আসুন, আমি বিধবা বিবাহ করবো না—করবোনা—করবোনা!

বৃদ্ধ। 　করবেনা ?

সমর। 　না—না—না ! আপনারা এক্ষুনি যাবেন তো যান, নইলে আমি দরোয়ান দিয়ে গলা ধাক্কা দেওয়াব ! লজ্জা করে না আপনার, নিজের স্ত্রীর জন্য উমেদারী করতে এসেছেন ?

বৃদ্ধ। 　[কাসি] সত্যিকার স্ত্রী হলে কি আর উমেদারী করতে আসতাম রে বাপু, না তাই আসা যায় ? [কাসি] ইটি হ'ল আমার অবিদ্যা। সুন্দরের ছিলেন বিদ্যা, আর অসুন্দরের হ'ল অবিদ্যা। যদি টোপটা গিলতে তবে ওরও ভাল হোত, তোমারও ভাল হোত। [কাসি] তা যখন হলোনা— চলগো।

(কাসিতে কাসিতে দুজনে বাহির হইয়া গেল)

[জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি তরুণীর প্রবেশ]

(ভদ্রলোকের ডান হাতে তরুণীর বাম হাত জড়ানো মেমসাহেবের মতো। সমর তাহাদিগকে দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল)

সমর। 　কাকে চাই ?

ভদ্র। 　Absurd ! ঘরে আপনি ছাড়া যখন দ্বিতীয় লোক নেই তখন কাকে চাই জিগ্যেস করবার মানে ?

সমর। 　আহা—তাইতো জিগ্যেস কচ্ছি—কি চাই ?

ভদ্র। 　তাই বলুন—"কি চাই" ! তবে "কাকে চাই" বলছিলেন কেন ? কি চাই সেটা পরে বলছি—আগে আমাদের চেয়ার offer করুন। দেখছেন না, দাঁড়িয়ে রয়েছি !

সমর। 　বসুন না—ঐ তো চেয়ার রয়েছে আপনার সামনে !

ভদ্র। 　Thanks ! [বসিলেন] আমার নাম বিরূপাক্ষ বটব্যাল। by the bye—আপনি Smoke করেন ?

সমর। করি বৈকি ?

বিজ্ঞ। কই দেখি কি smoke করেন ?

(সমর টিন আগাইয়া দিল।)

বিজ্ঞ। Players navy cut ! Rubbish ! এসব ছাই-ভস্মগুলো কেন খান ? এতে Throat affect করে জানেন ? আমি তো এগুলো দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

[এই বলিয়া কৌটা হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজে ধরাইল এবং ঠোঁটের উপরে সিগারেট রাখিয়া কথা বলিতে লাগিল। বিশেষ করে আপনার ওপর যখন দেশের এত বড় future depend করছে, তখন navy cut খেয়ে আত্মহত্যা করাটা কি ভাল ? আমি যখন বার্মিংহাম-এ ছিলাম, তখন

সমর। আপনি থামবেন ?

ভদ্র। থামি কি করে বলুন ? চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি - দেশের তরুণ সম্প্রদায়, জাতির—আশা আকাঙ্খার প্রতীক আপনারা যখন এই ভাবে Players navy cut খেয়ে তিল তিল করে মরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছেন ! এই যুগ প্রগতির দিনে—

সমর। আরে মশায়, আপনার বক্তব্যটা কি ?

ভদ্র। বলছি। আমি যখন ক্রিমিয়ায় ছিলাম—

সমর। যখন ছিলেন তখন ছিলেন। এখন এখানে কেন এসেছেন বলুন না।

ভদ্র। বলছি।

সমর। বলুন।

ভদ্র। আচ্ছা, আগে আমাকে বলুন তো, এই যে বিধবা বিবাহের

বিজ্ঞাপন আপনি দিয়েছেন, এর মধ্যে আপনার Sincerity আছে কিনা ?

সমর। মানে ?

ভদ্র। মানে Really বিধবা বিবাহ করতে চান, না এটা একটা Fun ?

সমর। Fun করলে বিজ্ঞাপন দেব কেন ?

ভদ্র। Fun করবার জন্যেও অনেকে বিজ্ঞাপন দেয়। কতকগুলো মেয়ের ছবি পাওয়া যায়, তাছাড়া, অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলে ego-satisfaction, আমি যখন নেপ্রোপেট্রোভাস্কে ছিলাম—

সমর। আবার সুরু করলেন মশায় ?

ভদ্র। না সুরু এখনও করিনি—তবে—

সমর। এখনও সুরু করেননি ?

(হতাশ ভাবে দরজার দিকে চাহিল)

ভদ্র। ওদিকে চেয়ে কোন লাভ নেই, কেননা আমি আপনার managerকে instruction দিয়ে এসেছি যে at least half an hour আমাদের কেউ বিরক্ত না করে।

সমর। ও। সেটাও করে এসেছেন তাহ'লে ?

ভদ্র। নিশ্চয় !

সমর। এখন কী উদ্দেশ্যে মশায়ের আগমন, সেটা জানতে পারি কি ?

ভদ্র। জানবেন বৈকি !

সমর। তাহ'লে সেটা একটু তাড়াতাড়ি বলুন, কেননা আমার কাজ আছে।

ভদ্র। আমাদেরও কাজ আছে। কাজ কার নেই ? কাজ ছাড়া

মানুষ বাঁচতে পারেনা ! কাজই তার ধ্যান, কাজই তার জ্ঞান, কাজই তার কর্ম্ম, কাজই তার মোক্ষ। এই সমুদ্র-পর্ব্বত-মেখলা পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখুন, কাণ পেতে থাকুন, কী শুনতে পাচ্ছেন ? একটা পুঞ্জীভূত অব্যক্ত আর্ত্তনাদ—কাজ—কাজ—কাজ ! গীতায় শ্রীভগবান একেই বলেছেন—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু—উঠছেন যে ! [খপ্ করিয়া হাত ধরিয়া ফেলিল]

সমর। কী করবো বলুন ? এসব প্রলাপ শোনবার আমার সময় নেই !

ভদ্র। প্রলাপ ! আপনি একে প্রলাপ বলেন ? এই নিপীড়িত নির্য্যাতিত, নিগৃহীত মানবাত্মার মহিমময় উক্তির নাম প্রলাপ !! আপনার দ্বারা বিধবা বিবাহ হবে না।

সমর। হবে দরকার নেই ! আমি চললাম !

ভদ্র। তাহ'লে বসুন। কাজের কথাটা বলে নিই। [সিগারেট ধরাইল]

সমর। বলুন [বসিল]

ভদ্র। আমার পাশে এই যে মেয়েটিকে দেখছেন এঁর নাম বসুন্ধরা !

সমর। বেশ !

ভদ্র। ইনি একজন বিধবা, এবং বসুন্ধরার মতোই অ-পাপবিদ্ধা।

সমর। বেশ ! ইনি আপনার কে হন ?

ভদ্র। আমার একটি আশ্রম আছে, ইনি একজন আশ্রম-বাসিনী। অয়ি বসুন্ধরে ! একবার উঠে দাঁড়াওতো ! চেয়ে দেখুন, height 4 feet 10 inches, নাকটা গ্রীশিয়ান, কপালটা মঙ্গোলিয়ান, চিবুক ইজিপ্সিয়ান,

চোখ-দুটি স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, গলাটা বেলজিয়ান, কোমরটা টোয়েন্টিওয়ান, পা-দুটি টিবেটিয়ান, আর সব জড়িয়ে ব্যাপারটা হল—ইণ্ডিয়ান ! এমন মেয়ে আপনি পাবেন না, একেবারে যাকে বলে "লাখে না মিলল এক"। বুঝলেন ?

সমর। সবটা না বুঝলেও একটু একটু বুঝতে পারছি বৈকি ?

ভদ্র। কী বুঝলেন ?

সমর। বুঝলাম আপনি একটি আস্ত পাগল !

ভদ্র। [হাসিয়া] Great menরা এই দুর্ণাম শুনতে অভ্যস্ত, তাই আমি আপনার কথায় offence নিলাম না। একে যদি আপনার কিছু জিজ্ঞাসা করবার থাকে—করতে পারেন !

সমর। আপনি পড়তে পারেন ?

মেয়ে। [সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িল]

সমর। রাঁধতে জানেন ?

মেয়ে। [না সূচক ঘাড নাড়িল]

সমর। সেকি! রাঁধতে জানেন না ?

মেয়ে। [হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়িল]

সমর। একি মশায় !

ভদ্র। ওকে আমার বলা আছে প্রথম বারে হ্যা বলবে, দ্বিতীয় বারে—না।

সমর। ও ! আপনার নাম কি ?

মেয়ে। [না সূচক]

সমর। নাম বলবেন না ?

মেয়ে। [হ্যাঁ সূচক]

সমর। তবে বলুন !

মেয়ে। [না সূচক]

সমর। আরে মশায় ! একি বোবা নাকি ?

ভদ্র। বোবা বলবেন না ! বলুন মূক ! বসুন্ধরা কি কথা কইতে জানে ? সে মূক, সে সর্ব্বংসহা· তবে কি তার বলবার কিছু নেই ? আছে বৈকি ! শুধু "অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি" !

সমর। বুঝতে পেরেছি ! এবার আপনারা আসুন !

ভদ্র। একে কি আপনার পছন্দ হ'ল না ?

সমর। না।

ভদ্র। তাহ'লে পছন্দ হবার মতো আর একটি মেয়ে নিয়ে কবে আসবো বলুন ?

সমর। আবার আসবেন ?

ভদ্র। আসবো বৈকি ! পরের উপকারে জীবন উৎসর্গ করেছি, এত সহজে দমে গেলে আমাদের চলবে কেন ?

সমর। তাহ'লে দিন দশেক পরে আসবেন।

ভদ্র। আচ্ছা। আমি তাহ'লে এখন যাই। [সিগারেটের কৌটাটি লইয়া] এসব বাজে সিগারেট আপনি আর খাবেন না। কাছে থাকলে আপনি খাবেনই, তাই এটা নিয়ে গেলুম। বিষ যদি খেতে হয় নিজে খাব, নিজে খেয়ে নীলকণ্ঠ হবো, অপরকে খেতে দেব কেন ? আচ্ছা নমস্কার ! এস বসুন্ধরে !

(হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।)

(সমার ক্লান্ত ভাবে একটি ইজি চেয়ারে গা এলাইয়া দিল। তাহার শরীরে যেন আর বল নাই। সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল)

সমর। তুষমণ সিং!

(তুষমনের প্রবেশ)

তুষমণ। হুজুর!

সমর। বারণ কর্ দিয়া হ্যায় ?

তুষমণ। জি হুজুর!

সমর। আচ্ছা তুমি বারান্দামে যাও। আমি একটু একলা থাকেঙ্গা।

(তুষমণ সিং সরিয়া যাইতেই পিছন দিক দিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিল মল্লিকা। তাহার পরিধানে সরু নরুণ পাড় ধুতি, গায়ে একটি সাদা সেমিজ, দুহাতে একগাছি করিয়া সোনার চুড়ি। চৎকার কেশ বিন্যাস এলোচুলে পরিণত হইয়াছে। পিছনে দাঁড়াইয়া সমরকে দেখিয়া একটু মৃদু হাস্য করিল, তারপর গম্ভীর মুখে কহিল)

মল্লিকা। শুনছেন!

সমর। ওঃ! [না চাহিয়া] কী কুক্ষণেই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুমরে বাবা। আবার একজন এসেছে!

মল্লিকা। শুনছেন!

সমর। শুনছি!

মল্লিকা। আমার একটা কথা শোনবার আপনার সময় হবে কি ?

সমর। না। কেননা আমি বিধবা বিবাহ করবো না!

মল্লিকা। তাহলেও আমার কথাটা আপনাকে শুন্‌তে হবে।

সমর। বেশ, বলুন!

মল্লিকা। আমার দিকে না চাইলে আমি বলি কি করে ?

সমর। উপায় নেই, আমি বড় টায়ার্ড!

মল্লিকা। আমিও কম টায়ার্ড নই ! চান !

সমর। মাপ্ করবেন !

মল্লিকা। ইউ হ্যাভ্ গট্ টু ড্ ইট্ !

সমর। আরে বাপ্রে ! কেরে !

(মুখ ফিরাইয়া মল্লিকাকে দেখিয়াই তাহার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হইয়া গেল। সে ঘরের এদিকে দাড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল)

সমর। ভুষমণ ! ভুষমণ !

মল্লিকা। কাকে ডাক্ছেন ?

সমর। ভুষমণ ! ভুষমণ !

মল্লিকা। আপনি কি ক্ষেপে গেলেন নাকি ? আমি কি আপনার ভুষমণ ?

সমর। না, আপনি আমার পরম মিত্র বিভীষণ। মনে নেই সেই বেলগেছের মোড়ে—

মল্লিকা। তাই বলে আপনি আমাকে ভুষমণ বলে ডাকবেন ? ছি ! ছি !

সমর। না—না, তা কেন বলবো ? আমার দরোয়ানের নাম ভুষমণ !

মল্লিকা। দারোয়ানের নাম ভুষমণ !

(হাসিয়া উঠিয়াই গম্ভীর হইয়া গেল)

না, আর আমার হাসা উচিত নয়। জানি না, পোড়া মুখে এখনও হাসি কেন আসে !

সমর। কেন ? হাসবেন না কেন ? [হঠাৎ তাহার পোষাক দেখিয়া] আরে ! পোষাক পত্তর আপনার এ রকম কেন ? কী হয়েছে ?

মল্লিকা। স্থির হয়ে বসুন, সব কথাই বলছি !

সমর। কিন্তু সব কথা না শুনে, আমি স্থিরই বা হই কেমন করে ? শীগ্ গীর বলুন কি হয়েছে ? [বসিল]

মল্লিকা। আমার স্বামী মরে গেছেন।

সমর। আপনার স্বামী ! তিনি হলেনই বা কবে, আর—গেলেনই বা কবে ?

মল্লিকা। দিন পনেরো আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

সমর। মা—ত্র ? এঃ ! বড়ই কেলেঙ্কারী ক'রে গেলেন তো ভদ্রলোক ! আপনার চড়টা ষ্ট্যাণ্ড করতে পারলেন না বুঝি ? এক চড়েই তাঁকে বৈতরণী পার ক'রে দিয়েছেন ?

মল্লিকা। [হাসি গোপন করিয়া] না, দিন দশেক আগে সন্ধ্যা-বেলায় মোটর চাপা পড়ে—

সমর। সন্ধ্যাবেলায়—মোটর চাপা পড়ে ? কেন বলুন তো ? একটু রাতকানা ভাব ছিল বুঝি ?

মল্লিকা। না !⋯ আমার কি মনে হয় জানেন ?

সমর। কি ক'রে জানবো ?

মল্লিকা। আমার মনে হয় আপনি মোটর থেকে নেমে এসে ক্ষমা চাইলেও, আমি আপনাকে চড় মেরেছিলুম। সেই পাপে আমার স্বামী সেই মোটরের তলাতেই প্রাণ দিলেন !

সমর। আরে ছি ছি, সে সব কিছু না। আমাকে চড় মারায় পাপ আপনার কিছু হয়নি। না—না এসব কথা আপনি মনে করবেন না।

মল্লিকা। কিন্তু মনে না করে যে আমার উপায় নেই। আজ

আমার কি অবস্থা ভেবে দেখুন তো ! সহায় নেই, সম্বল নেই, সান্ত্বনা নেই, সাহস নেই। ভাবতে ভাবতে দু'চোখে যখন অন্ধকার নেমে এলো, তখন হঠাৎ মনে পড়লো আপনার কথা ! মনে হ'ল আঘাত দিয়ে যাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, আজ সেই আঘাত তো আমাকেও তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। মাথা যদি হেঁট করতে হয়— তাঁর কাছেই করবো, আর কারুর কাছে নয় !

(সমর ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল। তারপর হঠাৎ কহিল)

সমর। একটু চা খাবেন ?

মল্লিকা। [আবার হাসি গোপন করিয়া] না—ধন্যবাদ। এখন আমি কি করবো তাই বলে দিন !

সমর। তাইতো !

(একটু চুপ্‌চাপ্‌)

মল্লিকা। আপনি তো বিধবা বিয়ে করতে চান্ ? তাহ'লে আমায় কেন বিয়ে করুন না ! তাতে—

সমর। না—না ! ছি ছি, অমন কথা বল্‌বেন না। আপনার সঙ্গে আমার হ'ল গুরু শিষ্যের সম্পর্ক। আমি অন্যায় করলে আপনি চড়টা-চাপড়টা মেরে অন্যায়টা শুধ্‌রে দেবেন—এই তো বরাবর হ'য়ে আস্‌ছে ! তাছাড়া তিনি আপনাকে বিয়ে ক'রে মনে করুন দিন পাঁচেকের মধ্যেই গত হয়েছেন। আমি হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কাবার হয়ে যাবো।

মল্লিকা। তাহলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আমার কোন উপায় নেই,—এই তো আপনি বল্‌তে চান ?

সমর। তাই বা কি করে বলি ? তা-ইতো !

মল্লিকা। বেশ তাই হবে। আমি আত্মহত্যাই করবো! [উঠিল]

সমর। শুনুন না ! উঠছেন কেন ? বসুন না !

মল্লিকা। আপনি নয়, তুমি।

সমর। ও ! আমি আপনাকে বলছিলুম—

মল্লিকা। আপনাকে নয়—তোমাকে !

সমর। ওই হ'ল, আপনাকে-তোমাকে বলছিলুম যে—আত্মহত্যাটা বন্ধ করলে কেমন হয় ?

মল্লিকা। তাহ'লে আমাকে আপনার বিয়ে করতে হয় !

সমর। কিন্তু মারধোর ক'রবেনা তো ?

মল্লিকা। পাগল !

সমর। বেশ সরল ভাবে বোলছো তো ? মানে—বিয়ের পর থেকেই আবার ধরো ঠ্যাঙ্গাতে সুরু করলে—

মল্লিকা। না—না, স্বামীকে মারবো কি ? এবার থেকে আপনাকে যে আমি লজ্জা করে চলবো ! রোজ সকালে উঠে প্রণাম করবো—আপনি অনুরোধ করলে আমি গান শোনাবো—আদেশ করলে প্রাণ দেবো।

সমর। [উঠিয়া] ডুষমণ ! ডুষমণ !

মল্লিকা। আবার ডুষমণ কি হবে ?

সমর। [বসিয়া] তাইতো—আবার ডুষমণ কি হবে ?

মল্লিকা। তাহলে পরশুদিন একটা বিয়ের দিন আছে—পাড়ায় শুনছিলাম। সেইদিনই আমাদের বিয়ে হোক্ ?

সমর। (উঠিয়া) ম্যানেজারবাবু। ম্যানেজারবাবু !

মল্লিকা। ম্যানেজারবাবুকেই বা ডাকছেন কেন ?

সমর। (বসিয়া) তাইতো ! ম্যানেজারবাবুকেই বা ডাকছি কেন ?......হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আর যেন কেউ

দরখাস্ত নিয়ে না আসে—কথাটা তাকে বলে আসি।
তাইতো! শেষকালে আপনার সঙ্গে আমার—মানে—
তোমার সঙ্গে আপনার—সব গুলিয়ে গেল যে।

(ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। মল্লিকা একা ঘরে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে সোফায় লুটাইয়া পড়িল)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সাতদিন পরে। সকালবেলা। সমরের ড্রইং রুম। সমর গান গাহিতেছিল ;
রবীন্দ্রনাথের "বাজোরে বাঁশরী বাজো" অথবা তাঁরই রচিত
অনুরূপ Situationএর অন্য কোন গান গাহিলেই
চলিবে। অর্থাৎ "আমি-আনন্দিত" এই
মনোভাবটি ব্যক্ত হওয়া চাই।
গান শেষ হইলে আওয়াজ আসিল)

নেপথ্যে। May I come in, Sir ?

সমর। Yes sir.

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

সমর। আসুন স্যার! কি খবর ?

সুরেশ। এতদিন তো বিয়ের গোলমালে কিছু জিজ্ঞেস করবার ফুরসৎ পাইনি স্যার। আমাকে টেম্পোরারিলি এ্যাপয়েন্ট করেছিলেন—বিয়ে ব্যাপারটার জন্যে। এখন—

সমর। এখন পারমানেন্ট ক'রে দিলুম।

সুরেশ। Thank you Sir.

সমর। বলুন—আর যদি আপনার কিছু বলবার থাকে। I am happy—যা ইচ্ছে বলতে পারেন।

সুরেশ। না স্যার, আর আপনাকে বিরক্ত করবো না। চাকর-

চাকর—রাঁধুনী বামুন—ঝি, ইত্যাদি নিয়ে প্রায় দশজনকে কাল থেকে কাজে লাগিয়েছি !

সমর। বেশ করেছেন। মিসেস্ মুখোর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে ?

সুরেশ। হ্যাঁ স্যার !

সমর। কি রকম মনে হ'ল ?

সুরেশ। অত্যন্ত এ্যাকম্‌প্লিশ্‌ড্ লেডি—আপ্‌নি স্যার লাকী। আচ্ছা আমি যাই স্যার ?

সমর। আসুন। যখন যা জানবার দরকার হবে, সটান চলে আস্‌বেন আমার কাছে। আদব কায়দার কিছু দরকার নেই. বুঝলেন ?

সুরেশ। আচ্ছা স্যার !

(চলিয়া গেলে, সমর একখানি খবরের কাগজ মেলিয়া ধরিল। ইতিমধ্যে ধূমায়িত এক কাপ চা হাতে লইয়া মল্লিকা প্রবেশ করিল. তাহার পরিধানে বহুমূল্য শাড়ী সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ঝলমল করিতেছে। কপালে ও সিঁথিতে সিন্দুর)

মল্লিকা। তোমার চা এনেছি !

সমর। চা এনেছো, রাখো ওইখানে। আমি এই লাইনটা পড়ে নিয়েই খাচ্ছি। ....“যাহা হউক ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরু...

(কাগজ ফেলিয়া দেখিল মল্লিকা কাঁদিতেছে)

ওর ? কি ব্যাপার ? কি হয়েছে মলি ?

মল্লিকা। কিছু না. তুমি চা খাও !

সমর। তুমি কাঁদছো কেন ?

মল্লিকা। না, আমি কাঁদিনি, তুমি চা খাও !

সমর। আমি কাঁদিনি—তুমি চা খাও মানে ? তবে কাঁদছো কেন !

(মল্লিকা চুপ্)

সমর। চাকর বাকর কেউ কিছু বলেছে ?

মল্লিকা। না।

সমর। তবে কি ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে কোন কথা হয়েছে ?

মল্লিকা। না।

সমর। তা হলে কি মনের আনন্দে কাঁদছো ?

মল্লিকা। না—তাও না। তুমি চা খাও।

সমর। কাঁদছো কেন, না বল্‌লে আমি কিছুতেই চা খাবো না !

মল্লিকা। তুমি রাগ কোরনা. আমার "আগের-উনি"ও অমনি করে বলতেন কিনা. তাই—

সমর। আগের-উনি !

মল্লিকা। হ্যাঁ। সকালে আমি চা নিয়ে এলে আমার "আগের উনি"ও অম্‌নি করে বল্‌তেন কি না—'চা এনেছো ? রাখো ওই খানে. এই লাইনটা পড়েই খাচ্ছি'......তাই হঠাৎ মনে পড়ে গেল.....

সমর। আগের উনি—মানে প্রথম পক্ষের তিনি ? তিনিও এসে জুটেছেন তাহলে ?

মল্লিকা। অমন করে বোলনা, আমার মনে কষ্ট হয়না ?

(চলিয়া গেল। সমর কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল)

সমর। মজা দেখেছো ! বিয়ে হ'য়ে গিয়ে ফুলশয্যাটি যেই পার হয়ে গেল, তার পরের দিন ভোর থেকেই আগের উনিটি

এসে জুটেছেন। ব্যাটাচ্ছেলে মোটর চাপা পড়েছে—ওর আত্মার তো গতি হবে না, এখানে চেপে বসে আমার আত্মার দুর্গতি করবে। "আগের-উনি"-তাইতো

(ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সুহাস প্রবেশ করিল)

সুহাস। গুড্ লাক্ মাই ফ্রেণ্ড !

সমর। আয়। আর গুড লাক্—এখন গুড লাক্ চলেছে আগের পক্ষের উনির !

সুহাস। এ কথার অর্থ ?

সমর। অর্থ নেই বলতে অনর্থ ঘটেছে। বোস্। কেমন আছিস্ ?

সুহাস। ভাল। তুই এর মধ্যে বিয়ে করে ফেল্‌লি—শুনলাম।

সমর। হ্যাঁ। ঝোঁকের মাথায় করে ফেলে এখন পস্তাচ্ছি।

সুহাস। তা দিল্লীকা লাড্ডু যখন, তখন খেয়ে পস্তানোই ভালো। আমরা যে ভাই না খেয়ে পস্তাচ্ছি।

সমর। সে বরং ভালো।

সুহাস। তাহলে লাইফটা এবার ইন্‌সিওর করে ফেল্।

সমর। কার জন্যে করবো ? বাঁচবোনা আর বেশীদিন—তা আমি আজ থেকে বুঝতে পারছি ! আগের পক্ষের উনি যখন এসে জুটেছেন, তখন পরের পক্ষের ইনি পটল তুল্‌লেন বলে।

সুহাস। কি বল্‌ছিস্ রে !

সমর। বল্‌ছি আমার মাথা আর মুণ্ডু। সে ব্যাটাচ্ছেলে মরে গিয়ে বেঁচে উঠ্‌লো, আর আমি বেঁচে থেকেই মরে গেলাম ! ওঃ !

(মল্লিকার প্রবেশ)

মল্লিকা। ওগো !

সুহাস। একি !

সমর। এসো তোমাদের পরিচয় করে দিই। ইনি আমার স্ত্রী মল্লিকা মুখো—আর ইনি আমার বন্ধু সুহাস চট্টো।

মল্লিকা। নমস্কার !

সুহাস। এঁ্যা ! হঁ্যা, নমস্কার !

মল্লিকা। আপনি একটু বসুন—আমি এখুনি আপনার চা নিয়ে আস্‌ছি।

সমর। আরে কি মুস্কিল ! তুমি তো একে চেনো ! সেই যে বেলগেছের মোড়ে—

মল্লিকা। হঁ্যা, আমি ওঁকে চিনি।

সমর। তোর মনে পড়ছে না ?

সুহাস। বিলক্ষণ পড়ছে।

মল্লিকা। পালিয়ে যাবেন না যেন ! আমি যাবো আর আসবো—

[প্রস্থান]

সুহাস। করেছিস্ কি সমরা ! খোয়া যাবি যে !

সমর। কেন বল্‌তো ?

সুহাস। আরে ! পাগ্‌লা ! এই মেয়েকে কেউ বিয়ে করে ? মারের চোটে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেবে। তোর কি ভীমরতি হয়েছিল রা ?

সমর। কি করবো ভাই ? বিধবা বিবাহের বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার যেন বিধবা-ফোবিয়া হ'ল। বাল-বৃদ্ধ-নর-নারী যাকেই দেখ্‌ছি, তাকেই মনে হচ্ছে বিধবা। তুই বিধবা—আমি বিধবা—জগৎ সংসার যেন বিধবায়

কিল্‌বিল্‌ করছে। শেষকালে ক্ষেপে গিয়ে ওকে বিয়ে করে ফেল্‌লাম। কিন্তু ও আমায় বলেছে—মায়ের স্বভাবটা ওর একদম নেই।

সুহাস। না থাকাই ভাল। আচ্ছা ভাই, আমি উঠি এখন !

সমর। বোস্‌! তোর চা আন্‌তে গেল যে !

সুহাস। থাক্‌ ভাই, আর চায়ে কাজ নেই। কিচ্ছু বলা যায় না, টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালাটি রেখে—একখানি হেঁকে দিলে ! শেষকালে কোথায় জল—কোথায় পাখা—তার চেয়ে বাসায় গিয়ে মরে থাকাই ভাল। [উঠিল]

সমর। তুই যে সত্যিই উঠলি !

সুহাস। হ্যাঁ, আজ যাই ভাই। আর একদিন না হয় আসা যাবে।

(সুহাস চলিয়া যাইতেই মল্লিকা চা লইয়া প্রবেশ করিল)

মল্লিকা। সুহাস বাবু চলে গেছেন ?

সমর। হ্যাঁ।

মল্লিকা। কেন ?

সমর। তোমার মায়ের ভয়ে।

(মল্লিকা হাসিয়া উঠিল)

সমর। (ভয়ে ভয়ে) তিনি কি এখনও আছেন, না গেছেন ?

মল্লিকা। কে ?

সমর। সেই 'আগের পক্ষের উনি' ?

মল্লিকা। তুমি কি পাগল হয়েছ ? তিনি আমার কে ? তাঁর সঙ্গে কি আমার সম্পর্ক ছিল ? ভাল করে চেয়েও দেখিনিতো তাঁকে ! তোমার সঙ্গেই আমার প্রথম পরিচয়। তুমিই আমার প্রথম-তম !

সমর। আঃ। আমায় বাঁচালে মলি ! [উঠিয়া হাত ধরিল]

মল্লিকা। তুমি কিন্তু আমার ওপর রাগ কোরনা। কি বল্‌তে কি বলেছি, তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কোরো।

সমর। মলি !

ম্যানেজার। (নেপথ্যে) মে আই কাম্ ইন্ স্যার !

সমর। নো—নো—নো ! সেই দিন থেকেই যে আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে আছি, একি তুমি আগে বুঝতে পারনি ? তোমার মুখ অন্ধকার হ'লে—

ম্যানেজার। (নেপথ্যে) মে আই কাম ইন—

সমর। নো—নো—নো ! আমি চোখে অন্ধকার দেখি ! তোমার রূপ—তোমার গুণ—তোমার গান—

মল্লিকা। ওগো ! ওগো ! তোমার পায়ে পড়ি, অমন করে বোলোনা। ওঁর কথা মনে পড়ছে। ঠিক সেই রকম হাসি, সেই রকম চাওয়া, সেই রকম কাছে টেনে নেওয়া···উঃ·· উঃ···!·· !

(হাত ছাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সমর হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল)

ম্যানেজার। (নেপথ্যে) মে আই কাম্ ইন্ স্যার ?

সমর। [চিঁ চিঁ করিয়া] প্লিজ ডু।

(ম্যানেজারের প্রবেশ)

ম্যানেজার। স্যার, মেথর আর মেথরানীর পেমেণ্টটা কি আজকেই করে দেব ?

(সমর কটমট করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ম্যানেজার সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল)

ম্যানেজার। তাইতো !

[Shrug করিয়া চলিয়া গেল।

[একটু পরে সে ঘরে সতর্ক পদক্ষেপে প্রবেশ করিল মল্লিকা। সে হাসিতেছিল। নেপথ্যে সমর ডাকিল—"মলি" ! মল্লিকা মুহূর্ত্তমধ্যে টিপয়ের উপর রক্ষিত সমরের বাঁধানো ফটোগ্রাফটি বুকে লইয়া একখানি প্রেমের গান ধরিয়া দিল। উদ্দেশ্য স্বামীকে গানের ভাব বুঝিতে না দিয়া আরও ছলার অবতারণা করা। গানের মাঝখানেই সমর প্রবেশ করিয়া মনে করিল মলি তাহার 'আগের উনির' ফটো লইয়া অনুতাপ করিতেছে]

গান

তুমি চলে গেছ দূরে
রেখে গেছ স্মৃতি হায়
বীণা বেঁধেছিনু সুরে
ক্ষণিকে ছিঁড়িয়া যায়।
অন্তরে তব ছবি
আঁকিয়া রেখেছি কবি
নিকটে থাকিয়া দূরে
এ ব্যথা কারে বোঝাই !]

মল্লিকা। তুমি আমার আরাধ্য দেবতা। তোমার প্রতি আমি অবিচার করেছি, অন্যায় অধর্ম্ম করেছি। তার জন্য আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমার প্রাণের মধ্যে যে কি তরঙ্গ উঠছে, তা তোমায় কি করে বোঝাব ?

[সমর নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চাপিয়া জামার আস্তিন গুটাইতেছিল]

মল্লিকা। তুমিই আমার ধ্যান জ্ঞান—তুমিই আমার স্বর্গ-মর্ত্ত— তুমিই আমার ইহকাল পরকাল—

[সমর 'ধাঁ' করিয়া ছবিখানি কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শক্ত করিয়া মল্লিকার হাত চাপিয়া ধরিল]

সমর। ওই ব্যাটাই যদি তোমার ইহকাল পরকাল, তবে আমি ব্যাটা কোথায় আছি? আমি কি ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে 'ঝোঝুল্যমান' হ'য়ে থাক্‌বো ?

[মল্লিকা কাঁদিতেছিল]

যাও—যাও—ন্যাকামো করে কাঁদ্‌তে হবে না। তোমার যদি এই মনে ছিল, আগে আমায় সে কথা বলোনি কেন? "চোখেই দেখিনি তাকে"—এই বুঝি চোখে না দেখার নমুনা ?

[মল্লিকা নিঃশব্দে হাত ছাড়াইয়া সরিয়া গেল। যাইবার সময় ভূতলে পতিত ছবিখানিকে তুলিয়া ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইল। তারপর বুকে চাপিয়া ধীরপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সমর চৌকির উপর বসিয়া ক্ষোভে আর অভিমানে চীৎকার করিয়া উঠিল]

সমর। ওরে আমি মরতে কেন বিধবা বিবাহ করেছিলুমরে ! এক 'আগের পক্ষের উনি' এসে আমাদের মাঝখানে সেঁটে রইলেন, ওকে কি আর নড়ানো যাবে ? আমি ব্যাটা স্বামী সেজে বসে আছি কি করতে ? কে আমি ? কেন আমি ? কোথায় আমি ?

[মল্লিকার প্রবেশ। সে আসিয়া ভক্তিভরে সমরের পায়ের ধুলা লইয়া বলিল]

মল্লিকা। লক্ষ্মিটি, রাগ কোরো না।

সমর। কেন রাগ কোরবো না ? কেন রাগ কোরবো না শুনি ?

এতেও যদি রাগ না কোরবো, তবে কিসে রাগ করবো শুনি ? তোমার আহারে-বিহারে-শয়নে-স্বপনে জুড়ে বসে রইলেন এক 'আগের পক্ষের উনি'। তখন, পরের পক্ষের 'ইনি' কাঁদবেননা—রাগ কোরবেননা তো কি করবেন ? তুমি যাও—আমার কাছে এসো না।

মল্লিকা। ছি ছি তুমি যে মেয়েদের মত কাঁদতে বস্‌লে !

সমর। পুরুষের মত কাঁদবার কি কোন উপায় রেখেছো, যে পুরুষের মত বুক ফুলিয়ে কাঁদবো ? আমার এ হোল চোরের মায়ের কান্না ! ডাক ছেড়ে কাঁদতেও পারিনে, অথচ সহ্য করতেও পারিনে !

মল্লিকা। চুপ্ করো—চুপ্ করো। আমি তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি। বাড়ি ভরা চাকর-বাকর এখুনি শুন্‌তে পেয়ে ছুটে আস্‌বে ! ছি ছি চুপ করো !

সমর। আর তুমি ওরকম করবেনা বলো ?

মল্লিকা। না। তুমি চুপ করো।

[হঠাৎ সমীর, বল্লিকা ও পল্লবের সহিত প্রবেশ করিল। সমর তাহাকে দেখিয়া বলিল]

সমর। দাদা যে !

[বল্লিকা কাছে আসিয়া বলিল]

বল্লিকা। দিদি যে !·· একি ! জামাইবাবু কাঁদ্‌ছে কেন ? মেরেছিস্‌ নাকি ?

[মল্লিকা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'না']

সমর। জামাইবাবু মানে ? কি সাংঘাতিক ! আপনার জামাইবাবু যে হবে সে এখনও জন্মায়নি।

মল্লিকা। তোমরা বসো ভাই ! আমি তোমাদের চা—জল খাবারের ব্যবস্থা ক'রে আসি।

[দ্রুতপদে চলিয়া গেল। যাইবার সময় দরজাটি বন্ধ করিয়া দিয়া গেল]

বল্লিকা। আপনিই আমার জামাইবাবু। যাকে বিয়ে করেছেন তিনি আমার দিদি।

সমর। কি সর্ব্বনাশ !—

সমীর। এবং আমি আপনার এই ছোট শ্যালিকাকে বিবাহ করেছি, কাজেই আমি হচ্ছি আপনার ভায়রা ভাই !

সমর। কি সাংঘাতিক !

বল্লিকা। এবং সব চাইতে আশ্চর্য্যের ব্যপার হচ্ছে এই যে আপনি বিধবা বিবাহ করেননি—করেছেন কুমারী বিবাহ।

সমর। কি ভয়ানক ! তাহলে আগের পক্ষে উনি ?

সমীর। তিনি কোথাও নেই !

সমর। তাহলে এ সবই কি আমাকে সাজা দেবার জন্যে সাজানো ব্যাপার ?

বল্লিকা। অবিকল !

সমর। তাহলে আমি অনাথ নই, আমার শ্বশুর শাশুড়ি সবই আছেন ?

সমীর। শাশুড়ি নেই, তবে শ্বশুর আছেন—শালী আছেন—

পল্লব। এবং— শালাও আছেন।

সমর। উঃ ! মলিটা কি মিথ্যে কথাই আমাকে বলেছে ! আচ্ছা আসুক, আজ তোমাদের সামনে ওর কি দুরবস্থা করি একবার দেখো !……কিন্তু একটা মুস্কিল হয়ে গেল যে !

সমীর। কি মুস্কিল !

সমর। মানে বিধবা বিয়ে না করলে তো এ সম্পত্তি আমি পাবো না। প্রথমে জানি বিধবা বিবাহ করেছি—কিন্তু এখন—

সমীর। সম্পত্তিটা পেয়ে গেছেন তো ?

সমর। হ্যাঁ।

বল্লিকা। তাহলে চেপে যান্ না।

সমর। চেপে যাবো ?

বল্লিকা। হ্যাঁ।

সমর। চেপেই যাবো বলছো ?

সমীর। সেই ভাল ! শ্বশুরমশায়ও সব কথা শুনে প্রথমটা চটে উঠেছিলেন, পরে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়ায় এক চোট হেসে বল্‌লেন এরূপ ক্ষেত্রে চেপে যাওয়াই মঙ্গল।

সমর। শ্বশুর মশায়ের কথা তো অমান্য করতে পারিনে। তাহলে আমি কিন্তু চেপেই গেলাম—বুঝেছ ?

পল্লব। আচ্ছা জামাই বাবু, আপনার চেহারাটা ওয়ালেস বেরীর মত কেন ?

সমর। আমার চেহারাটা ওয়ালেস বেরীর মত ? বারে শালা ! তোমার তো মাণিক দিব্যজ্ঞান এসে গেছে। কোন্ ক্লাসে পড়ছো ?

পল্লব। ক্লাস এইট্ !

সমর। এইটেই এই ! এইট্টিনে না জানি কি করবে তুমি ?

(নেপথ্যে) ওরে বেলি !

সমর। এস তুমি। তোমার আজ কি অবস্থা করি পৃথিবীর লোকে দেখবে। দুষ্টু মেয়ে কোথাকার !

তুবাহু বাড়ায়ে রয়েছি দাঁড়ায়ে এস প্রিয়া এস—

[দরজা খুলিয়ে গেল। **প্রবেশ করিল জীবনময়।** সমর তাহার কাছে ধপাস্ করিয়া পড়িয়া প্রণাম করিয়া উঠিল। জীবনময় কিছুক্ষন সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের চারি দিক দেখিয়া খুসি মনে বলিল]

জীবন। বেশ ! কি বলিস্ দীনু ? দীনু—দীনু—দীননাথ।

দীননাথ। (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই—যাচ্ছি !

[ছুটিতে ছুটিতে দীননাথ প্রবেশ করিল]

জীবন। বেশ ! কি বলিস দীনু !

দীন। আজ্ঞে কিসের ?

জীবন। তোমার ছেরাদ্দের ! খেলে—খেলে—দীননাথ—খেলে আমাকে তুমি ! বেরো—বেরো বল্‌ছি আমার সামনে থেকে—উল্লুক—পাজি—গাধা—বিঙ্কড় ।

দীন। তা-ই-তো !

[দীননাথের পিছন পিছন জীবনময় চলিয়া যাইতেই সকলে হাসিয়া উঠিল]

(নেপথ্যে) May I come in ?

সমর। Yes darling !

[হাত বাড়াইয়া অগ্রসর হইতেই মালবিকা মালাকর প্রবেশ করিল]

সমর। (খেয়েছেরে !) কী চাই ?

মালবিকা। আপনি তো জানেন, কী চাই ! বারে বারে জিগ্যেস ক'রে লাভ কী ?

সমর। ইয়ে—আপনি সেই বিধবা বিবাহের কথা বলছেন তো ?

মালবিকা। নিশ্চয়।

সমর। কিন্তু আমি বিধবা বিবাহ ক'রে ফেলেছি।

মালবিক। আর এদিকে আমিও যে বিধবা হয়ে ফিরে এসেছি, তার কী হবে ?

সমীর। মাপ করবেন, বিধবা হ'য়ে ফিরে এসেছেন মানে কি ?

মালবিকা। মানে হচ্ছে—(বল্লিকে) আপনি ওই ছেলেটিকে নিয়ে এঘর থেকে গেলে কৃতজ্ঞ হবো—কেননা কথাটা আমার গোপনীয়।

বল্লিকা। বেশতো, আপনারা কথা বলুন—আমরা চলে যাচ্ছি। আয় পলি !

পল্লব। কিন্তু মজা দেখেছো মেয়েটির কথা বলার ধরণ অনেকটা নর্ম্মা শিয়ারারের মত !

বল্লিকা। হ্যাঁ দেখেছি, তুই আয়।

[দুজনে চলিয়া গেল]

সমীর। বলুন এবার।

মালবিকা। আমাদেরই স্বজাতি একটি বুড়োকে শ্মশানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল, তার গলায় একটা মালা দিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম—কখন মরে ! কিন্তু বুড়ো মরেনা কিছুতেই, শেষকালে কাল রাত্রিরে কেউ কোথাও নেই দেখে তার গলাটা টিপে দিয়ে বেরিয়ে চলে এলুম।

সমীর। How dangerous !

[সমর। কী ভয়ানক !]

মালবিকা। নইলে কী করি বলুন ? বিধবা না হতে পারলে এদিকে এই সম্পত্তিটি বেহাত হ'য়ে যায়, অথচ murder করবারও ইচ্ছে নেই। কাজেই—

সমীর। আপনাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

মালবিকা। একবার দেখুননা, সে চেষ্টা ক'রে !

সমর। না না কী দরকার চেষ্টা করবার ? সরে আয় সমীর।··· দেখুন, আমি বলছিলাম—যে চেঁচামিচি ক'রে কিছু লাভ আছে কি ? বিশেষ ক'রে আমি যখন—ওর নাম কি বিয়েটা ক'রে ফেলেছি ?

মালবিকা। কেন, আপনি বিয়েটা ক'রে ফেললেন ? আমি আপনাকে বারণ ক'রে যাইনি ? যাবার সময় বলে যাইনি যে আমি তাড়াতাড়িই ফিরে আসছি ? সে কৈফিয়ৎ দিন !

সমীর। আপনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন।

মালবিকা। You shut up !

সমর। সরে আয় না সমীর। কী দরকার বাপু তোর আমাদের কথার ভেতর থাকার। আমাদের এর আগে বন্ধুত্ব হয়েছিল—তাই একটু ঘরোয়া আলাপ আলোচনা হচ্ছে। তার চেয়ে তুই বরং ভেতরে যা। কি বলুন ?

মালবিকা। হাঁ্যা, আপনি ভেতরে যান !

সমর। এঁ্যা ! সত্যিই যাচ্ছিস যে !

মালবিকা। তবে কী করবে ?

সমর। না, করবেনা কিছুই, তবে ছিলাম দুজনে একসঙ্গে তাই—

মালবিকা। আমি চলে গেলেই আবার একসঙ্গে হতে পারবেন। যান্।

সমীর। বেশ। (প্রস্থান)

[মালবিকা এইবার একপা একপা করিয়া সমরের দিকে আগাইতে লাগিল সমর পিছাইতে লাগিল]

মালবিকা। এইবার ?

সমর। কী এইবার ! এইবার কী ?

মালবিকা। এইবার কথার খেলাপ করার জন্যে যদি আমার ছোরাখানা আপনার বুকে বসিয়ে দিই তবে কেমন হয় ?

সমর। খুব খারাপ হয়।

মালবিকা। খারাপ হয়তো ? তবে তাই হোক।

সমর। তাই হোক মানে কি ? এই—আরে কী ওর নাম ! দুষমণ সিং ! দুষমণ সিং ···ওরে আমায় মেরে ফেল্লেরে ! দুষ—

মালবিকা। চুপ !

[মুখে তর্জনী দিল সমর তৎক্ষণাৎ নিজের মুখ চাপিয়া ধরিল। সহসা মল্লিকা প্রবেশ করিল]

মল্লিকা। কী হয়েছে ? এত চেঁচামেচি কিসের ?

সমর। বাঁচাও—বাঁচাও !

মল্লিকা। বাঁচাব ?···ও !·· ছি-ছি-ছি এটা মেয়েছেলে ছুরি তুলেছে, আর তাই দেখে চেঁচাচ্ছ !

সমর। তা বলবে বৈকি ! ওর হাওয়াইয়ান নাচতো দেখনি, তাই একথা বলতে পারছো। দেখলে আর পুনর্জন্ম হবে না।

মল্লিকা। হয়েছে—হয়েছে। তুমি থাম। (মালাকে) আপনি আসুন তো আমার সঙ্গে—আপনার কী অভিযোগ আমি শুনবো।

মালবিকা। চলুন !

[দু'জনে কাছাকাছি হইবামাত্র হাসিয়া উঠিল। সমর

[চমকিয়া চাহিতেই তাহারা ভিতরে চলিয়া গেল।
বল্লিকার প্রবেশ]

বল্লিকা। ছি-ছি জামাইবাবু, আপনি কী বোকা! ওই মেয়েটা যে দিদির বন্ধু, তাও কি আপনি বুঝতে পারেননি ?

সমর। কী বুঝতে পারিনি ?

বল্লিকা। ওই মেয়েটা যে দিদির বন্ধু—

সমর। কোন মেয়েটা ?

বল্লিকা। ওই যে মালবিকা মালাকার।

সমর। মালবিকা মালা—কী সাংঘাতিক! এ সবের মানে ?

বল্লিকা। মানে আপনার মাথা থেকে বিধবা বিবাহের ভূতটাকে তাড়ানোর জন্যে ওরা দুই বন্ধু ষড়যন্ত্র করেছিল, একজন ভয় দেখাবে—আর একজন বিয়ে করবে। তাই মালিদি আপনার সঙ্গে একটু পরিহাস করেছে।

সমর। পরিহাস! কী প্রাণঘাতী পরিহাস রে বাবা! তারপর ?

বল্লিকা। আবার কি! আপনাকে বোকা বানিয়ে দুই বন্ধু এখন ভেতরে বসে হাসি ঠাট্টা করছেন!

সমর। আমি দেখে নেব—আমি দেখে নেব—

[বিরূপাক্ষ ও একটি মেয়ে প্রবেশ করিল। বল্লিকা চলিয়া গেল।

বিরূপাক্ষ। নিশ্চয় দেখে নেবেন। দেখে নেবেন, বাজিয়ে নেবেন, যতবার ইচ্ছে। বিরূপাক্ষ বটব্যাল সে কাজ জীবনে করেওনি, করবেও না।

সমর। কী বলছেন ?

বিরূপাক্ষ। আপনার কথাটার জবাব দিচ্ছিলাম—আপনি বললেন কিনা—দেখে নেব, তাই আমি বললাম যে নিশ্চয় দেখে

নেবেন। দেখে না নিলে বিয়ে করবেন কেমন ক'রে?

সমর। কিসের বিয়ে ?

বিরূপাক্ষ। এরই মধ্যে ভুলে গেছেন মশায় ? আমাকে আপনার মনেই পড়ছেনা মোটে ! ওঃ ! এ জাতির কী হবে ? যে জাতির যুবকদের স্মৃতিশক্তি এমন ভাবে লোপ পেতে বসেছে—সে জাতি আর কতদিন টিঁকবে ? স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল পশ্চিমের দিকে চেয়ে থাকি আর আমার চোখে জল আসে। প্রাণ যেন দেহের পেয়ালায় ধরছে না—দিবারাত্রি উপ্‌চে উপ্‌চে পড়ছে। ওঃ! কই টিনটা দিন!

সমর। কিসের টিন ?

বিরূপাক্ষ কেন বিরক্ত করছেন—সিগারেটের। যখন মানুষের মুড আসে—সে বড় দুর্লভ মুহূর্ত্ত, কথা ক'য়ে তাকে নষ্ট ক'রে দিতে নেই। আমার এখন মুড এসেছে—কথা কইবেন না।

(সমর টিন দিলে সিগারেট লইয়া নিঃশব্দে টানিতে লাগিল)

সমর। এই মুড আপনার কতক্ষণ—

(বিরূপাক্ষ হাত তুলিয়া থামাইয়া দিল)

বিরূপাক্ষ। দু' কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে আসুন !

সমর। ও! ·· ··ওরে! কে আছিস ? দু' কাপ চা নিয়ে আয় তো !

(কিছুক্ষণ চুপচাপ)

সমর। শুনছেন ?

বিরূপাক্ষ। পরে শুনছি।

(চুপচাপ]

বিরূপাক্ষ। হুঁ। তাহ'লে বিধবা বিবাহ—

সমর। ক'রে ফেলেছি।

বিরূপাক্ষ। কী বলছেন?

সমর। আজ্ঞে বিধবা বিবাহ ক'রে ফেলেছি।

[চাকর চা দিয়া গেল]

বিরূপাক্ষ। (চুমুক দিয়া) ক'রে ফেলেছেন?

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিরূপাক্ষ। তাহ'লে আমি এই মেয়েটিকে নিয়ে কি করবো?

সমর। তা' আমি কী ক'রে বলবো?

বিরূপাক্ষ। আপনাকেই বলতে হবে। কেন না আপনারই প্রয়োজনে— আপনারই কথায় আমি একে বহু কষ্টে সংগ্রহ করেছি।

সমর। সংগ্রহ ক'রেছেন।

বিরূপাক্ষ। করেছি বৈকি, পরের উপকারে যখন জীবন উৎসর্গ করেছি, তখন এটুকু না করলে চলবে কেন? সেদিন মূক স্ত্রীলোক আপনার পছন্দ হ'ল না বলে এই মুখরা স্ত্রীলোকটি নিয়ে এলাম। একবার কথা কইলে বুঝতে পারবেন—ইনি অত্যন্ত মুখরা। প্রশ্ন করবামাত্র তার উত্তর এঁর মুখ থেকে হঠাৎ-ছিপি-খোলা সোডার মত শব্দ করে বেরিয়ে আসবে।

সমর। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু কিছু জিগ্যেস করবার আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই। আপনি এখন আসুন।

মেয়েটি। আসুন বললেই চলে যাব নাকি? একি ছেলের হাতের মোয়া পেয়েছ? টাকা দেবে ত দাও, নইলে আমি থানায় গিয়ে তোমার নামে যা-তা বলে আসবো!

সমর। সে কি কথা! আমি কী করেছি?

মেয়েটি । কিছু করতে হবে কেন ? আমাদের এত পরিশ্রম করালে তার দাম দিতে হবে না ? আমাদের ট্রাম ভাড়া জলখাবার নেই ? আশ্রমের চাঁদা দিতে হবে না ?

সমর । কী মশায় ! আপনি যে কোন কথা বলছেন না !

বিরূপাক্ষ । কী বলবো বলুন ! এ সব ছোট ব্যাপারের দিকে তো আমার নজর নেই । আমি চেয়ে আছি দূর ভবিষ্যতের দিকে । যেখানে একই কাল-সমুদ্রে অনন্ত আশা-নিরাশায় ঢেউ একই সঙ্গে উঠছে পড়ছে । ওপরে মৌন আকাশ, নীচে মূক পৃথিবী—মাঝখানে শুধু কল-কল্লোলে কথা কইছে জন-সমুদ্রের অগণিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ।

সমর । আমার কথার জবাব দিন !

বিরূপাক্ষ । ওর আর কী জবাব দেব ? মেয়েছেলে—অসাহায়া অবলা কিছু চাইছে—দিয়ে দিন ।

সমর । হুঁ ! কত দিতে হবে তোমাকে ?

মেয়েটি । কত আবার ? জিগ্যেস করতে লজ্জা হচ্ছে না ? একশো টাকা দেবে—আবার হাতী ঘোড়া কী দেবে ?

সমর । ও ! আচ্ছা !

[আয়রণ সেফ খুলিয়া বিরূপাক্ষের হাতে দিল । সে না দেখিয়া পকেটে রাখিয়া দিল]

সমর । দেখে নিন ।

বিরূপাক্ষ । ছি ছি ! এসব আপনি কী বলছেন ? দানের অমর্য্যাদা করবো—আমি ? ছি-ছি-ছি !

সমর । এবার আসুন তাহ'লে ।

বিরূপাক্ষ । হ্যাঁ. এবার আসতেই হয়—তা'—[সিগারেটের টিন

দেখিয়া] Oh I see! you still stick to your old brand of Cigerette! very bad, youngman, very bad.

(টিনটা পকেটে রাখিল, সমরের গালে দুটি স্নেহের সাদর চাপড় দিয়া মেয়েটির হাত ধরিয়া মাথা উঁচু করিয়া বাহির হইয়া গেল।] জীবনের প্রবেশ)

জীবন। সমর !

সমর। আসুন !

(প্রণাম করিল)

জীবন। বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবি হও। দেশের-দশের মুখ উজ্জ্বল করো বাবা। তা' দেখ, আমি বলতে এসেছিলুম কী যে বে'থাতো হ'য়ে গেল, এবার চলো আমার ওখানে দু'দিন থেকে আনন্দ-টানন্দ করবে।

সমর। আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই যাব।

জীবন হ্যাঁ আজই যেতে হবে। দু'টি ছেলেমানুষ মিলে তোমরা যা ক'রে ফেলেছ— তাতে প্রথমে আমার রাগই হয়েছিল। কিন্তু পরে বিবেচনা ক'রে দেখতে পেলাম যে, ব্যাপারটা অবাঞ্ছিত হ'লেও অন্যায় হয়নি। তাই তোমাদের আশীর্বাদ ক'রতে ছুটে এলাম। দীনুও এসেছে ! দীনু ! দীনু !

দীননাথ (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই। (দীনুর প্রবেশ)

জীবন। এই যে আমার মলির বর !

দীন। বাঃ !

জীবন। কি রকম ?

দীন। বাঃ !

জীবন। তাহ'লেই বুঝে ছাখ্—যে মলি অন্যায় কিছু করেনি !

দীন। বাঃ ! বাঃ !!

সমর। আপনারা তাহ'লে ভেতরে গিয়ে এবার বিশ্রাম-টিশ্রাম করুন বাবা।

জীবন। আচ্ছা বাবা। আয় দীনু !

দীন। বাবু !

জীবন। কী !

দীন। এখন এখানে সব গান বাজনা করবেন, আপনার আমার ভেতরে থাকাই ভাল।

জীবন। আমিও তো তাই বলছি চল্ !

দীন। (যাইবার সময় সকলকে দেখিয়া) বাঃ !

(উভয়ের প্রস্থান)

সমীর। এবার আমার প্রস্তাব বড়দির একখানা গান দিয়ে আমাদের মিলনের উৎসব সুরু হোক।

সমর। এবং আমার পরম শত্রু মালবিকা-মালাকর তাতে যোগ দেবেন !

মল্লিকা। আমাকে গাইতে হবে ?

মালবিকা। আমাকেও যোগ দিতে হবে ? তাইতো !

গান

তাইতো !

কুয়াশা যে কেটে গেছে

মেঘ আর নাইতো !

তাইতো !

বাহিরে যাহার ছিল

ছল ও মধু

অন্তর হ'লো সে যে

পরাণ-বধূ

সবটা না পেলে তবু কিছু কিছু পাইতো !

তাইতো !

দেখা হ'লে পথে যারা

খাদ্য-খাদক

সংসার পদে পদে

বাধ্য-বাধক

তাহাদের মিলনের শেষ গান গাইতো !

তাইতো !

যবনিকা